MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র

রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২২তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

অক্টোবর ২০২৫

দাম : দশ টাকা

শাসকদের উন্নয়নের বিলাসিতার বোঝা জনগণের কাঁধে : পৃষ্ঠা ৪

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও শ্রমিক সংগঠনের করণীয় : পৃষ্ঠা ৯

পুঁজিবাদী শোষণ দ্রব্যমূল্য ও দারিদ্র্য দুটোই বাড়িয়ে তুলছে : পৃষ্ঠা ১০

অতীতের মতো অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমিক হত্যা করছে : পৃষ্ঠা ১৬

দমনপীড়ন বন্ধ কর, ব্যাটারিচালিত যানবাহন নীতিমালা প্রণয়ন কর : পৃষ্ঠা ১৬

সঠিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতির ফল

অভ্যুত্থান করে জনগণ ক্ষমতা ও সম্পদ লুটে বুর্জোয়া মহাজন

রাষ্ট্র ও সামাজের তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন না দেখে গণ অভ্যুত্থানের এক বছর পার হওয়ার পর এই জিজ্ঞাসা এখন প্রায় সবার, অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না কেন? শুধু এবার নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে জনগণ তাদের মুক্তির স্বপ্নে, বাঁচার ও সুন্দর জীবন ধারণের তাগিদে অসংখ্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ বেয়ে চূড়ান্ত পর্বে জীবনবাজি রেখে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষমতার উলট-পালট ঘটায়, অভ্যুত্থান সংগঠিত ও সফল করে কিন্তু জনগণের ভাগ্যে সিকা ছিঁড়ে না। নতুন লুটেরা গোষ্ঠীর দখলে ক্ষমতা চলে যায়, লুটপাট বন্ধ হয় না, শুধু নতুন মুখের আবির্ভাব ঘটে। এটা পৃথিবীর সকল দেশে সকল লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বেদনাময় উদাহরণ।

সে কারণেই বলা হয়, যতদিন জনগণের রাজনৈতিক মান, সাম্য চেতনার স্তরে না উঠবে এবং আন্দোলনের সামনে সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী শক্তি নেতৃত্বে না থাকবে, ততদিন এরকম একটার পর একটা ব্যর্থতার সোপান তৈরি হতে থাকবে। আবার এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশে জনগণের প্রকৃত বিজয় অর্থাৎ শোষণ মুক্তি ঘটেছিল, বৈষম্য বিলোপ হয়েছিল। যেমন, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যর্থতা কাটিয়ে কমরেড লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে একই বছর ৭ নভেম্বর জনতার বিজয় ঘোষিত হয়েছিল। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, উত্তর কোরিয়ার ইতিহাসও অভিন্ন। অন্যদিকে তিউনিশিয়ায় শুরু হওয়া আরব বসন্তসহ অনেক দেশের ইতিহাস ভিন্ন। সেখানে অভ্যুত্থানের পর ডানপন্থিদের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা এবং দুর্নীতি একাকার হয়ে যাওয়ার কুফল ভোগ করছে জনগণ। আবার নেতৃত্ব ভিন্নরকম হলে কী হয় তার উদাহরণও আছে। আমাদের কাছাকাছি দেশ শ্রীলঙ্কায়ও ২০২২ সালে অভ্যুত্থান হয়েছিল। অভ্যুত্থানের পূর্বে এবং পরে লুটেরাদের মধ্যে ক্ষমতার হাতবদল চলছিল কিন্তু বামপন্থি শক্তি জেভিপি পার্টি অন্য বামপন্থি ও প্রগতিশীলদের নিয়ে ঐক্যের শক্তিতে আপেক্ষিক অর্থে জনস্বার্থ সংরক্ষিত রাখতে সমর্থ হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ৬৭.৪% থেকে ১.২০% নামাতে পেরেছে। অর্থনীতির দেউলিয়া দশা থেকে দেশকে বাঁচাতে পেরেছে কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র কী? জনগণ দেখছে, ক্ষমতাসীনরা এক বছরে মূল্যস্ফীতি ১%ও কমাতে পারেনি। কর্তা যদি লোভী হয় তাহলে কর্মচারী ও অনুগতরা ভোগবাদে আসক্ত হয়। এক চোরকে আর এক চোর দিয়ে ঠেকানো যায় না। এতে চোর পালটায় কিন্তু চুরি বন্ধ হয় না। মন্দ দিয়ে মন্দকে আটকানো যায় না। প্রতিহিংসা আর লোভকে উসকে দিয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মব সন্ত্রাসে গণ আন্দোলনের স্পিরিট বা শৌর্যই কেবল বিনষ্ট হয়। গণ আন্দোলনের শক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়নিষ্ঠতায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, ঐক্যবদ্ধ করে। আর মব সন্ত্রাস দুর্বৃত্তদের উৎসাহিত করে, জনমনে ভীতি সঞ্চার করে। জনগণ দেখছে আগে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সরাসরি ছিল, এখন মব সন্ত্রাস রাষ্ট্রের পরোক্ষ উসকানিতে কিংবা বাছাই করা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অভ্যুত্থানের পরপর রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতেই পারে। কিন্তু অভ্যুত্থানের এক বছর পর 'মব'-কে স্বতঃস্ফূর্ত বলা চলে না। এর পিছনে আছে পরিকল্পনা আর প্রশ্রয়।

মানুষ পরিবর্তন চায় আরও উন্নততর সমাজের কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতিতে কয়েকটি বিষয় খুবই পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ কিন্তু আওয়ামী লীগ তাকে আওয়ামী পরিবারের যুদ্ধ বানিয়ে চেতনার ব্যবসা করেছে। তেমন করেই এখন আরেক দল ছাত্র-শ্রমিক জনতার অভ্যুত্থান '২৪-কে নিজস্ব প্রোডাক্ট জুলাইয়ের চেতনা বানিয়ে ফেরি করছে। ক্ষমতা বগলে, সম্পদ দখলে রাখার চেষ্টায় মগ্ন রয়েছে। এই সুযোগে মুক্তিযুদ্ধকে খাটো বা গৌণ করে স্বাধীনতার বিরোধীরা নতুন প্রজন্মের কাছে জায়েজ হতে চাইছে।

ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে ধর্মান্ধ শক্তি জায়গা করতে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকে বাতিল করার আওয়াজ তুলছে। বৈষম্য বিরোধী চেতনাকে গণ অভ্যুত্থানের চেতনা থেকে সরিয়ে দিতে সমাজতন্ত্রকে খারিজ করতে তৎপর রয়েছে। বিদেশি দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে দেশীয় রাজনীতিতে খবরদারি ও সাম্রাজ্যবাদের তোষণ করতে উপনিবেশিক আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে আত্মরক্ষামূলক জাতীয়তাবাদের অসম্পূর্ণতা দূর না করে বাতিল করতে চাইছে। নির্বাচনের মূলা ঝুলিয়ে নির্বাচনের রাস্তায় কাঁটা বসানো হচ্ছে। উপরতলায় চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও আন্তরাষ্ট্রীয় কোন্দল জমে উঠেছে।

টাকা বানানোর মেশিন যে কত এবং কাদের হাতে কীভাবে রয়েছে তা আর অনুমান করার বিষয় নয়, ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। নারী-শিশু, দুর্বল শ্রমজীবী ও সংখ্যালঘুরা ভয়ের ডুবোপানিতে নাক জাগিয়ে থাকার অবস্থায় রয়েছে। প্রগতিবাদী এবং ভিন্ন মতাবলম্বীরা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জুলাই সনদ বিতর্ক এবং বাসদ-এর মতামত

সর্বশেষ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে পাঠানো *জুলাই জাতীয় সনদ* ২০২৫-এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছিল। সে বিষয়ে বাসদ যে মতামত দিয়েছিল তা নিম্নরূপ–

গণ অভ্যুত্থান ২০২৪-এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময় ও আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের একটি কষ্টকর ও কঠিন কাজ অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে সম্পাদনের জন্য কমিশনকে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতিপূর্বে লিখিতভাবে এবং সরাসরি উপস্থিত থেকে আলোচনায় সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর আমাদের দলের মতামত প্রদান করা হয়েছে। গত ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে ঐকমত্য কমিশনের ২৩টি সভায় আমাদের দলের প্রতিনিধি সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন।

২৮ জুলাই কমিশন থেকে প্রেরিত *জুলাই জাতীয় সনদ* ২০২৫-এর খসড়া ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের লিখিত মতামত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এবারে প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত)-এর ভূমিকা, পটভূমি এবং অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দলের দ্বিমত ও ভিন্নমত রয়েছে।

১. পটভূমিতে অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রায় উপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় ইতিহাসের সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি। আমরা এ বিষয়গুলোর উল্লেখ অত্যাবশ্যক মনে করি।

২. বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯ ও '৭১ যথাযভাবে উপস্থাপিত হয়নি। এগুলো সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করছি।

৩. সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ে কৌশলগত অস্পষ্টতা রাখা হয়েছে। আমরা মনে করি, বিদ্যমান ৪টি মূলনীতি বহাল রেখে প্রস্তাবিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' যুক্ত করার বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য থাকা দরকার। মৌলিক ও আদর্শগত বিষয়ে সকল দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে আমরা এগুলো আলোচনার বাইরে রাখার প্রস্তাব করেছিলাম। তারপরও এ বিষয়সমূহ *জাতীয় সনদে* অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করায় আমরা গত ৩১ জুলাই ঐকমত্য কমিশনের সভা চূড়ান্তভাবে বর্জন (কেবল ওয়াক আউট নয়) করেছিলাম। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ও অনুভূতি বিবেচনায় না নিয়ে সমন্বিত চূড়ান্ত খসড়া (সংশোধিত)-তে মূলনীতির বিষয়টি কৌশলে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ থাকায় আমরা হতবাক ও বিস্মিত হয়েছি এবং এটিকে দলসমূহের উপর কমিশনের মত চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব হিসেবে বিবেচনা করছি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সঠিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতির ফল অভ্যুত্থান করে জনগণ, ক্ষমতা ও সম্পদ লুটে বুর্জোয়া মহাজন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যেন ভিন্ন দ্বীপবাসী হয়ে পড়েছে। সংগ্রাম মানুষকে সচেতন করে। পাকিস্তানি প্রায় উপনিবেশিক শাসন বিরোধী ২৩ বছরের লড়াই সংগ্রামে মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েছিল, সভ্যতা ও মর্যাদাবোধের সন্ধান পেয়েছিল, ন্যায্য অধিকার চেতনায় জাগ্রত হয়েছিল। তাই সে সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভাষা ও ব্যবহার ছিল মার্জিত ও গণমুখী। কিন্তু গত ৫৪ বছরে বিশেষ করে গত ১৭ বছরে রাজনীতি থেকে সভ্যতা-ভদ্রতা, শালীনতা, দায়বোধ ইত্যাদি নির্বাসিত ছিল। অভ্রভেদী অহংকারে জবাবদিহিতাকে উপেক্ষা করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ এর ৩টি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। এখন আবার ক্ষমতার উত্তাপে অল্পবয়সী কিছু তরুণ যুবকের মুখে যে সব অশ্রাব্য কথা, ভাষণে এবং স্লোগানে বেরিয়ে আসে তা শোনার অযোগ্য। সবক্ষেত্রে পতিত স্বৈরাচারের নকল শুধু নয় অতিক্রম করার যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

বৈষম্যভিত্তিক শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া দেশে ও সমাজে সবার মিলিত বা ইনক্লুসিভনেস কথাটা যে অসার তা ইতিমধ্যে পরিষ্কার হতে চলেছে। একদিকে ৯৫ ভাগ শোষিত, নির্যাতিত জনগণ অন্যদিকে ৫ ভাগ শোষক।

এখন ৫ ভাগের পেছনে ৯৫ ভাগকে জড়করা হবে, নাকি ৯৫ ভাগ শোষিত মানুষের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে ৫ ভাগের হাত থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতি মুক্ত করা হবে? একথাটার মিমাংসা দরকার। ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথমে ৫ ভাগের অন্তর্গত বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া শক্তি তাদের পেছনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে একমত থাকে। যেমন দেখা গেছে ২০২৪-এ। এক বছর না যেতেই ক্ষমতা ও টাকা বানানো মেশিন হস্তগত করার লড়াইয়ে তারা মারমুখী প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কে কাকে পেছনে ফেলবে, কে কতটা বিদেশি শক্তির মদদ লাভ করবে, নির্বাচনী অনুমোদন কিংবা নির্বাচন বর্জিত ক্ষমতা দীর্ঘায়িতকরণ, জোট কিংবা মহাজোটীয় সাইনবোর্ডে দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদির মহড়া চলছে। জনগণের সমস্যা নিয়ে বামপন্থিরা লড়বে এটা জেনে বামপন্থাকে তাচ্ছিল্য করা, উপেক্ষা বা হেয় করার পুরোনো চর্চা অব্যাহত রয়েছে। অনেকে বামপন্থার মধ্যেও অনৈক্যের ক্ষুদ্র রেখাকে মহাসড়ক বানিয়ে হাজির করতে ব্যস্ত। এসব দেখে বামপন্থা সম্পর্কে জনমনে একধরনের বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে কিন্তু মূল কথা হলো জমিতে শুধু ফসলই ফলে না, আগাছাও জন্মে। আগাছা পরিষ্কার করেই ফসল রক্ষা করতে হয়। আগাছার অজুহাতে গাছ কেটে ফেলা নয় কষ্টকর হলেও পরিষ্কারের কাজটা করতে হয়। নইলে গাছ বাঁচানো ও ফসল লাভ সম্ভব হয় না। ফলে জনজীবনের সংকটের মূল কারণ খুঁজে তা দূর করতে হলে দীর্ঘ দিনের পরীক্ষায় সঠিক বাম বৃক্ষটিকে চিনুন। একে পরিচর্যা করে কাঙ্ক্ষিত ফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে এগিয়ে আসুন। ১৯৬৯, '৭১, '৭৫, '৮২, '৯০, ২০০৭ ও ২০২৪-বাংলাদেশে বুর্জোয়া শাসনের সংকটে সৃষ্ট ঘটনাগুলি মনে রেখে এবং কার্যকারণ ব্যাখ্যা ও চিহ্নিত করে ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি রোধে সত্যিকার বাম বিপ্লবী শক্তির পেছনে জোটবদ্ধ হোন। রক্তে অর্জিত বিজয় বারে বারে হাতছাড়া হয়ে যায় সঠিক আদর্শভিত্তিক সচেতন সংগঠিত শক্তি এবং নেতৃত্বের অভাবে। '২৪-ই যেন হয় বিজয় হাতছাড়া হওয়ার শেষ ইতিহাস। আগামী বিপ্লবী গণ অভ্যুত্থান যেন হয় শোষিত শ্রমজীবী জনতার করায়ত্তে থাকা গণবিজয়ের বিপ্লব।

শোষিত জনতার উত্থান ও শোষক শক্তির পতন ঘটানোর লড়াই শেষ হয়নি। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থিরা প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে রুখতে পারবে না। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মানুষ তা দেখছে। প্রকৃত বামপন্থাই পারে একে রুখতে। এ লড়াই চলমান। সেই লড়াই গড়ে তুলতে সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার পথ নির্মাণে বাসদ নিরসলভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শোষণ, দুঃশাসন ও নৈতিক-চারিত্রিক অধঃপতনের মূল কারণ অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ। শ্রমিক কৃষকের ন্যায্য পাওনা, ছাত্র-শিক্ষক, নারী, কৃষক-আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে থেমে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই লড়াইয়ে সকল শ্রমজীবী শোষিত জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন। ব্যর্থতা হতাশার গ্লানি মুছিয়ে বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে পথ চলুন।

জুলাই সনদ বিতর্ক এবং বাসদ-এর মতামত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এটি আমাদের দলসহ অনেক দলের জন্য জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করা অসম্ভব করে তুলতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা আরও মনে করি, মৌলিক আদর্শিক বিষয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে কোনো ঐকমত্য হয় না।

৪. ঐকমত্য সম্পর্কে কমিশনের চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসের সাথে আমরা কোনোভাবেই একমত নই। গত ৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে আমাদের বাম গণতান্ত্রিক জোটের সাথে মতবিনিময়কালে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় বলেছিলেন, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারে সকল দল যে সব বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে একমত হবে, সেগুলোকেই ঐকমত্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে; যে সব বিষয়ে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে একমত হওয়ার চেষ্টা করা হবে; যে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত রয়েছে, সেগুলো বাদ দেওয়া হবে। পরবর্তীতে ঐকমত্য কমিশনের উদ্বোধনী সভায় প্রধান উপদেষ্টা একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন, আমরা তাঁর বক্তব্যের সাথে একমত হয়েছি এবং ভরসা রেখেছিলাম। কিন্তু কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের সভায় ভিন্নমত, 'নোট অব ডিসেন্ট' প্রদান, এমনকি মৌলিক আদর্শিক বিষয়ে তীব্র আপত্তি ও দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও সেসব বিষয়কে ঐকমত্য হিসেবে সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি না। বরং আমরা এটিকে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যেরও পরিপন্থি বলে মনে করি।

৫. আমাদের দলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রস্তাবের উপর 'নোট অব ডিসেন্ট' প্রদান করা হয়েছে, যা সনদে সঠিকভাবে উল্লেখিত হয়নি। আমাদের দলের 'নোট অব ডিসেন্ট' সংবলিত সুপারিশসমূহ পুনরায় এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। যদিও 'নোট অব ডিসেন্ট' প্রদত্ত সুপারিশসমূহকে ঐকমত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয় আমরা তা যথাযথ মনে করি না।

৬. অঙ্গীকারনামার ভূমিকায় ১৯৭১ সালের সাথে ২০২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের তুলনা করা হয়েছে, যা আমরা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করি। ১৯৭১ সালের সাথে কোনো কিছুরই তুলনা চলে না। যারা এটা চান, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

৭. অঙ্গীকারনামার ১নং দফার প্রথম লাইনে 'গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ' এর পরিবর্তে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' লিখাটাই যথার্থ হবে। 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' কথা বলার কোনো কারণ নেই। সনদের পটভূমিতে ১৪০০ জন নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, আবার অঙ্গীকারনামার ১নং দফায় 'হাজারো মানুষের জীবনদান' উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সরকারি প্রজ্ঞাপনে শহিদের সংখ্যা ৮৩৬ জন বলা হয়েছে। জুলাই ঘোষণায় 'হাজারো শহিদের' কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করা বিভ্রান্তি কর, যা কোনো সঠিক ধারণা দিবে না। প্রশ্ন আসে, তাহলে কোনটি সঠিক? এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সনদে সঠিক পরিসংখ্যান উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮. অঙ্গীকারনামার ২নং দফার ২য় লাইনে 'জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে'—এখানে 'জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে' লিখাটা অধিক যথাযথ হবে। জনগণই হলো সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং তারা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এছাড়া, এই দফায় জাতীয় সনদকে সংবিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাজনৈতিক দলসমূহের একটি সমঝোতা দলিল কখনও সংবিধানের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না।

৯. অঙ্গীকারনামার ৩নং দফায় সনদের প্রস্তাব ও সুপারিশের ব্যাখ্যা দেওয়ার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করাও অগ্রহণযোগ্য।

১০. অঙ্গীকারনামার ৪নং দফায় সনদের কোনো বিষয় সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না মর্মে উল্লেখটি নাগরিকের মৌলিক-মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়।

১১. অঙ্গীকারনামার ৫নং দফায় সনদে উল্লিখিত ঐকমত্যের বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হবে—এতটুকু বলাই যথেষ্ট। 'সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা বাহুল্য বলে মনে করি। এই শব্দগুলো নিয়ে জনমনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়েছে, কারণ ইতিমধ্যে কিছু মহল থেকে সংবিধান পুনর্লিখন বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি তোলা হয়েছে। যে কেউ যে কোনো দাবি করতে পারে কিন্তু তা সবার সম্মতি ছাড়া সনদে থাকা উচিত নয়।

১২. অঙ্গীকারনামার ৬নং দফাটি নিম্নরূপে পুনর্লিখনের প্রস্তাব করছি : 'আমরা ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি যে, সমতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষভাবে ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী সমাজ গঠনের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।'

১৩. অঙ্গীকারনামার ৮নং দফার বক্তব্য অস্পষ্ট। এটিকে স্পষ্ট করে এভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, জুলাই সনদের যে সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না, সেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

◆ জুলাই সনদের ভূমিকার শেষ লাইনে 'নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি'—এর স্থলে 'নিম্নলিখিত বিষয়ের কিছু ক্ষেত্রে সর্বসম্মত এবং কিছু বিষয়ে নোট অব ডিসেন্টসহ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি'—এভাবে লেখা সঠিক হবে।

◆ পটভূমির শেষ অনুচ্ছেদের ২য় লাইনে 'বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার—এর স্থলে 'বিশেষ করে সংবিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করে গণতান্ত্রিক সংস্কার'—এভাবে লেখা উচিত।

◆ পটভূমির ২য় লাইনে '১৯৪৭ সালে ... পাকিস্তান ...পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়—এর স্থলে নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করছি : '১৯৪৭ সালে অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় উপনিবেশিক শাসন-শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬-দফা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানসহ ২৩ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রাম এবং সর্বোপরি '৭১-এর রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।'

১৪. জাতীয় সনদের ৫নং পয়েন্টে—ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ : রাষ্ট্র ভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান অংশে :

◆ **২নং বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয়** : আমাদের মত হলো, বিদ্যমান সংবিধানে যা আছে, তাই রাখা হোক। এর সাথে আদিবাসীসহ অন্যান্য সকল জাতিসত্তার কথাও উল্লেখ করে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। তা না হলে আমাদের দলের 'নোট অব ডিসেন্ট' উল্লেখ করতে হবে।

◆ **৩নং সংবিধান সংশোধন** : আমরা বিদ্যমান বিধান বহাল রাখার পক্ষে। গণভোটের প্রয়োজন নেই। কমিশনের প্রস্তাবের সাথে আমাদের আপত্তি রয়েছে। আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' উল্লেখ করতে হবে।

◆ **৫নং ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি :** আমরা সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদ বহাল রাখার পক্ষে। যদি এটি পরিবর্তন করা হয়, তাহলে আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' উল্লেখ করতে হবে।

১৫. ৮নং সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা :

এখানে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ একটি বহুজাতি, বহুধর্মী, বহুভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে—এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ একটি বহু-জাতিসত্তার, বহুধর্মীয়, বহুভাষী ও বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও সমমর্যাদা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হইবে'—এভাবে লেখা সঠিক হবে।

মৌলিক অধিকার :

◆ ৯নং পয়েন্টে : 'মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে—এখানে 'মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে'—এভাবে লিখলে ভালো হয়।

আইন সভা :

◆ **২১নং পয়েন্ট ক. আইনসভা গঠন : '...** দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে'—আমাদের দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা 'উচ্চকক্ষ' এর কোনো প্রয়োজন নেই। গত ৫৩ বছরেও জাতীয় সংসদ যথাযথ ভাবে কার্যকর করা যায়নি। একদলীয়ভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার পর উচ্চকক্ষে আরও কিছু রাজনৈতিক পদায়ন করা হবে মাত্র, যার ফলে একটি দরিদ্র দেশের দরিদ্র জনগণের করের টাকার অপচয় হবে। আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও যদি এ বিষয়টি সনদে রাখা হয়, তাহলে আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' ব্যাখ্যাসহ যথ যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের উল্লেখ আছে, সেখানে বন্ধনীর মধ্যে 'যদি উচ্চকক্ষ গঠিত হয়' লিখতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

চট্টগ্রাম-কক্সবাজারে যৌথ মহড়া

মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি সার্বভৌমত্বের হুমকি গাজায় জাতিগত নিধন বন্ধ কর

চট্টগ্রাম-কক্সবাজারে মার্কিন-বাংলাদেশ যৌথ সেনা মহড়া, ইমিগ্রেশন ছাড়া মার্কিন সেনাদের বাংলাদেশে প্রবেশ, বিমান ঘাটিতে গোপনসভা ইত্যাদি দেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া এবং গাজায় ইসরাইলি বর্বর গণহত্যার মাধ্যমে জাতিগত নিধনের প্রতিবাদে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে ১৯ সেপ্টেম্বর '২৫ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস ও সদস্য কমরেড প্রকৌশলী শম্পা বসু।

কমরেড ফিরোজ বলেন, বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এবং যৌথ মহড়া দেশের বিরাজমান আইন, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকাসহ সারা দুনিয়ার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বন্ধুর ছলে আসলেও তাদের ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-সামরিক কৌশলগত ও অনেক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যঅর্জন ও দুরভিসন্ধি থাকে। অন্তর্বর্তী সরকার তার করণীয় এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে বিগত সময়ে বন্দর ইজারা, করিডোর প্রদান, বিদেশিদের সমরাস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপনের অনুমোদনসহ দেশের স্বার্থরক্ষার বহিরে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যা জনমনে গভীর শঙ্কা তৈরি করে।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল স্মরণে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

বাংলার অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উপর চলছে পরিকল্পিত মৌলবাদী আক্রমণ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ২২ আগস্ট '২৫ সেগুনবাগিচায় ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, চারণের সহসভাপতি শাহজাহান কবির, কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, দপ্তর সম্পাদক জসিম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক প্রদীপ সরকার প্রমুখ।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি নজরুলের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক-গান, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধসহ প্রত্যেকটা অঙ্গনে ছিলো তাদের পদচারণা। এ দুজন মনীষীর জন্ম পরাধীন ভারতবর্ষে। তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন, অত্যাচার ও নির্মম বর্বরতা দেখেছেন।

ফলে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ কর্তৃক পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশের দেওয়া সম্মান 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি চিঠিতে লেখেন, 'সম্মানের প্রতীকগুলি আজ আমাদের লজ্জাকে আরও প্রকট করে তুলছে। আমরা যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতি আজ গভীর অপমান ও নিষ্ঠুর আঘাতের ভারে স্তব্ধ হয়ে আছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুলবাড়ী শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন ও চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি

২৬ আগস্ট '২৫, সকালে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে ফুলবাড়ী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণের আগে শহিদ মিনারের পাদদেশে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, জাতীয় সম্পদ রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালের এই দিনে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জি কোম্পানির উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ের বিডিআর গুলি চালালে তরিকুল-আলামীন-সালেকীন তিনজন নিহত হন এবং আহত হন দুই শতাধিক মানুষ। এরপর ফুলবাড়ীর পার্শ্ববর্তী পার্বতীপুর, বিরামপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের তীব্রতার মুখে ৩০ আগস্ট ২০০৬ সালে সরকার আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নিয়ে 'ফুলবাড়ী চুক্তি' করতে বাধ্য হয়।

ফুলবাড়ী চুক্তির মূল দাবিসমূহ

এশিয়া এনার্জিকে বহিষ্কার করা : চুক্তি অনুযায়ী এশিয়া এনার্জিকে বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করতে হবে এবং তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন নিষিদ্ধ : দেশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা যাবে না। প্রাণ-প্রকৃতি, ফসলের জমি ধ্বংস করে গণ বিরোধী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার : আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, তাদের হয়রানি করা যাবে না।

জাতীয় সম্পদের মালিকানা : দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে কয়লা, গ্যাস এবং তেলের উপর জাতীয় মালিকানা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ : আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

পরিবেশগত সুরক্ষা : কয়লা উত্তোলনের negative environmental impacts, বিশেষ করে জলাধার এবং কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত না করা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ফুলবাড়ী অভ্যুত্থানের ১৯ বছর পেরিয়ে গেলেও ফুলবাড়ী চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। অতীতের শাসকগোষ্ঠী এই দায়িত্ব পালন করে নাই। বরং তারা সুবিধা পাওয়ার জন্য এশিয়া এনার্জির সাথে গোপন সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এখনকার অন্তবর্তীকালীন সরকারও কোনো দায়িত্ব পালন করছে না। তারা আমাদের নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করেনি, এশিয়া এনার্জিকে দেশ থেকে বহিষ্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বরং এশিয়া এনার্জি নানাভাবে তার কার্যক্রম

পরিচালনা করছে, লন্ডনের শেয়ার বাজারে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ষড়যন্ত্র থামেনি, বরং নতুন করে ষড়যন্ত্র করছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ফুলবাড়ীর মানুষ জীবন দিয়ে শুধু ফুলবাড়ীর সম্পদ রক্ষা করেনি বরং দেশের সম্পদ রক্ষা করেছে। ফুলবাড়ীকে ঘিরে নতুন করে যেসব ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা সারা দেশের মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থে দেশের সম্পদের রক্ষা দায়িত্ব পালন করবে না। এ দায়িত্ব বাম গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তিকেই নিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় সম্পদ রক্ষায় ফুলবাড়ীতে যে চুক্তি হয়েছিল, সেটি কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের একটি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার বিষয় ছিল। দুঃখজনকভাবে বিএনপি সরকারের সময় চুক্তি হলেও বিএনপি যেমন তা বাস্তবায়ন করেনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। সব শাসকদের অবস্থান ছিল জনগণের বিপক্ষে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ফুলবাড়ীর ছয় দফা চুক্তি বিএনপির সঙ্গে হলেও আওয়ামী লীগ তাতে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছিল। তারা ক্ষমতায় এলে বাস্তবায়ন করবে বলে বারবার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা শুধু চুক্তি বাস্তবায়ন না করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং দমননীতি গ্রহণ করেছিল। জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ফ্যাসিস্ট চরিত্র ধারণ করেছিল।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বিগত দিনে দেশের সমুদ্রের গ্যাস সম্পদ অসম চুক্তিতে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিকে দেওয়া, চট্টগ্রাম বন্দর বেসরকারি মালিকানায় দিয়ে লুটপাটের আয়োজন চলছিল। এ সময়েও বিদেশি আধিপত্যবাদী শক্তির তৎপরতা অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। রাখাইনে করিডোর দেওয়ার নামে এ অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী অপতৎপরতার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। দেশের মাটিতে বিদেশিদের সমরাস্ত্র তৈরির কারখানা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির নামে গোপন চুক্তি করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, মাসুদ রানা, মোশরেফা মিশু, জুলফিকার আলী, আকবর খান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালিত

ফুলবাড়ী দিবস উপলক্ষে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সভা-সমাবেশসহ দিনব্যাপী নানা আয়োজনে ফুলবাড়ী দিবস পালিত হয়।

এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে দিনটি স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়।

শাসকদের উন্নয়নের বিলাসিতা ও দুর্নীতির বোঝা জনগণের কাঁধে

গত আগস্ট অভ্যুত্থানের এক বছর ছিল নানা ঘটনাবহুল। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কত দিন, তারা কী করবে, সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা আর সংবিধান নিয়ে বিতর্কে কেটেছে বছর। সবশেষে নির্বাচনের ঘোষণা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকার এখন দিন গুনছেন। তারা বারবার বলছেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবেন। জনগণের সম্মতি নিয়ে যারা ক্ষমতায় আসবেন, তারা দেশ চালাবেন। কিন্তু যারা ক্ষমতায় আসবেন, তারা কি অতীতের ছায়া অতিক্রম করতে পারবেন বা অতিক্রম করতে চাইবেন? এটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সন্দেহ।

ক্ষমতায় যারা থাকেন, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করেন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য। অর্থ আসে কোথা থেকে? আসে জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের মাধ্যমে, রাষ্ট্রের সম্পদ বিক্রি করার মাধ্যমে, নানা নাম ও নানা ধরনের বন্ড বিক্রির মাধ্যমে আর সরকারের ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। সেটা দেশের অভ্যন্তর থেকেই হোক আর বিদেশ থেকে গ্রহণ করাই হোক না কেন। শেষ পর্যন্ত এসবের দায় বহন করতে হয় দেশের জনগণকে। উন্নয়নের জিগির তোলা, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সবচেয়ে সহজ পথ। অতীতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন আর পরিকল্পিত লুণ্ঠন মানুষ দেখেছে, সেখান থেকে সরে আসার কোনো লক্ষণ এখনো দৃশ্যমান নয়। ফলে ভবিষ্যতেও কি সেই পথেই হাঁটবে সরকার, আর দায় নেবে জনগণ? বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

বিগত সরকারের সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে যে দুটি মেগা প্রকল্প বহুল আলোচিত, সে দুটির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন, জনগণের ওপর কী পরিমাণ ব্যয়ের বোঝা বাড়িয়েছে এই দুই প্রকল্প। কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত হয়েছে কর্ণফুলী টানেল। এর উত্তর প্রান্ত পতেঙ্গায়; চট্টগ্রাম বন্দর ও শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছাকাছি। টানেলটির দক্ষিণ প্রান্ত আনোয়ারা উপজেলায়। চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে পতেঙ্গা ও আনোয়ারা উপজেলাকে যুক্ত করেছে এ টানেল। প্রশ্ন উঠতে পারে, কী প্রয়োজন ছিল এই সংযোগের? কিন্তু প্রশ্ন তোলা সহজ ছিল না, যারা তুলেছিলেন, তাদের উন্নয়নবিরোধী তকমা দেওয়া হয়েছিল। টানেলটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণ ৬০.৭৭ মিলিয়ন ডলার। ঢাকঢোল পিটিয়ে ২০২৩ সালে উদ্বোধনের পর দেখা যাচ্ছে, টানেলটি দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪ হাজারেরও কম যানবাহন চলাচল করছে। ধারণা করা হয়েছিল, প্রতিদিন ১৬ হাজারের বেশি যানবাহন চলবে এই টানেল দিয়ে। ফলাফল, বিপুল ব্যয়ের তুলনায় আয় অনেক কম। একটি ব্যর্থ প্রকল্পে পরিণত হয়েছে কর্ণফুলী টানেল। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, এ টানেলের দৈনিক পরিচালন ব্যয় ৩৭.৪৪ লাখ টাকা, সেখানে টোল থেকে আয় হয় মাত্র ১০.৫০ লাখ টাকা। ফলে প্রতিদিন গড়ে ২৬ লাখ টাকার বেশি লোকসান দিতে হচ্ছে। আরও কথা আছে, কর্ণফুলী টানেল সার্ভিস এরিয়ায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে রিসোর্ট বা রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু নির্মাণের পর থেকে এটি অব্যবহৃতই পড়ে রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, রেস্ট হাউসটিকে বেসরকারি খাতে ইজারা দেওয়া হবে। ১০ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্পের সার্ভিস এরিয়ায় মোট ৩০টি বাংলো রয়েছে। এ ছাড়া একটি ভিভিআইপি বাংলোও নির্মাণ করা হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অবকাশ কাটানোর চিন্তা করেই বাংলোটি নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বা সর্বোচ্চ মন্ত্রী পর্যায়ের অতিথিদের থাকার জন্য নিরাপত্তা গাইডলাইন ও সর্বাধুনিক সুবিধা সংবলিত বাংলো। যার জন্য নির্মিত, তিনি পালিয়ে গেছেন। কিন্তু ব্যয়ের বোঝা থেকেই গেছে।

অর্থনৈতিক হিসাবে আগামী ৮-১০ বছরের মধ্যে কর্ণফুলী টানেলের খরচ উঠবে না। তবে মিরসরাই শিল্পনগরী থেকে মেরিন ড্রাইভ হাইওয়েটি যদি টানেল হয়ে আনোয়ারা, বাঁশখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার পর্যন্ত চলে যায়, তখন হয়তো পরবর্তী সময়ে কাজে আসতে পারে টানেল প্রকল্প। কিন্তু এর সঙ্গে সাড়ে ৪০০ কোটি টাকা খরচ করে যে একটি রিসোর্ট গড়ে তোলা হলো, এগুলো ভাড়া বা ইজারা দিয়েও লাভজনক হবে না। এখন বাংলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কিছু কর্মী আর পাহারায় রয়েছেন ৮০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য। পরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শামসুল হকের মতে, এর চেয়ে অনেক কম খরচে একটি সাসপেনশন ব্রিজ নির্মাণ করা যেত।

জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া দুই কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ সাসপেনশন ব্রিজ তৈরি করেছে। অথচ আমরা পিছিয়ে রয়েছি। উলটো ব্যয়বহুল এবং কম কার্যকর একটি প্রকল্পকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম আন্ডারওয়াটার টানেল হিসেবে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এই প্রচারণায় চাপা পড়ে গেছে অপচয় ও দুর্নীতি। ঢাকার জনপ্রিয় বাহন মেট্রোরেল। যাত্রীর প্রচণ্ড ভিড়, বিশেষ করে অফিস শুরু ও ছুটির ব্যস্ত সময়ে অনেকেই প্রথম চেষ্টায় মেট্রোরেলে উঠতে পারেন না। কিন্তু যাত্রী ভাড়া থেকে মেট্রোরেলে যে আয় হয়, তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। ২০১২ সালে উত্তরা থেকে মিরপুর এবং ফার্মগেট হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হয়। ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর চালু হয় আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ। শুরুতে মতিঝিল পর্যন্ত থাকলেও, পরে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের পরিকল্পনা সম্প্রসারণ করা হয়। সব মিলিয়ে প্রকল্পের ব্যয় ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৫৯ শতাংশ অর্থ জাপানের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা জাইকার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল করছে। দিনে গড়ে চার লাখের মতো যাত্রী চলাচল করেন। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের সম্প্রসারণের কাজ চলমান। মেট্রোরেলের এই লাইনের নাম এমআরটি-৬। সরকার আরও পাঁচটি মেট্রোরেল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। এমআরটি-৬ প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ব্যস্ত সময়ে সাড়ে তিন মিনিট পরপর ট্রেন চলাচল করবে। ট্রেন চলবে কিন্তু আয়-ব্যয় কেমন হবে, সেটাই এখন দুশ্চিন্তার বিষয়। বর্তমানে মেট্রোরেলের আয় ও ঋণের কিস্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত অর্থবছরে টিকিট বিক্রি থেকে অনিরীক্ষিত (প্রভিশনাল) আয় ছিল ৪০০ কোটি টাকার মতো। সেখানে আগামী ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত বছরে ঋণের কিস্তি হিসেবে ৪৬৫ কোটি থেকে ৭৪০ কোটি টাকা দিতে হবে। মেট্রোরেলে যাতায়াতের ওপর সরকার এখনও ভ্যাট মওকুফ রেখেছে।

ভ্যাট আরোপ করলে ভাড়া বাড়াতে হবে। থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় ঢাকার মেট্রোরেলের যাত্রী ভাড়া বেশি। ফলে ভাড়া বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ খুব একটা নেই। তাই পথ খোঁজা হচ্ছে মেট্রোরেলের চলাচল বাড়ানো, স্টেশনের কাছে গাড়ি পার্কিং ও বিপণিবিতান ভাড়া দিয়েও আয় বাড়ানো যায় কি-না। ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, মেট্রোরেলের নির্মাণকালীন ১০ বছর পর্যন্ত জাইকার ঋণের মূল কিস্তি দিতে হয়নি, যা গ্রেস পিরিয়ড হিসেবে পরিচিত। ২০২৩ সালের জুন থেকে সীমিত আকারে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে তখন থেকে পরবর্তী সময়ে প্রায় ৪৬৫ কোটি টাকা কিস্তি পরিশোধ করতে হয়েছে। ডিএমটিসিএল সূত্র জানিয়েছে, এরপর পর্যায়ক্রমে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পরিমাণ আরও বাড়বে। ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে এমআরটি-৬ নির্মাণে নেওয়া ঋণের কিস্তি হিসেবে ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ এ সময় গড়ে বছরে ৭৪০ কোটি টাকা ঋণের কিস্তি বাবদ পরিশোধ করতে হবে। মেট্রোরেলের আয় ৪০০ কোটি টাকা আর কিস্তি শোধ করতে হবে ৭৪০ কোটি টাকা প্রতি বছর। সরকার বলবে, ভাড়া বাড়াও না হলে ভর্তুকি দিতে হবে। ভাড়া বাড়ালে যাত্রীর কাছে নগদ টাকা নেওয়া, ভর্তুকি বাড়ালে জনগণের ট্যাক্সের ওপর ভাগ বসানো, দুই ক্ষেত্রেই টাকা দেবে জনগণ।

এমআরটি-৬ প্রকল্পের জন্য পাঁচটি আলাদা চুক্তির মাধ্যমে জাইকার কাছ থেকে ১৯ হাজার ৭১৮ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। এই ঋণ সুদ-আসলে প্রতি বছর দুটি কিস্তিতে আগামী ৩০ বছরে পরিশোধ করতে হবে। ডলারের দাম বাড়লে বাংলাদেশের কিস্তির টাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে। ফলে মেট্রো চলবে, কিস্তির পরিমাণ বাড়বে, ভাড়া এবং ভর্তুকি বাড়বে আর বাড়বে জনগণের দায়। উন্নয়ন দরকার কিন্তু গণতন্ত্রহীন উন্নয়ন যে শেষ পর্যন্ত ঋণের ফাঁদে আটকে ফেলে, এই শিক্ষা বিশ্বের অনেক দেশের হয়েছে। বাংলাদেশের ঝুলিতেও অভিজ্ঞতা কম নেই, কিন্তু শিক্ষা হয়নি এখনো। কারণ টাকা তো দেবে জনগণ।

ক্ষমতায় থেকে দায়হীন উন্নয়ন আর জনগণের কাঁধে দায় চাপানোর এই প্রক্রিয়া কবে বন্ধ হবে? আর কতদিন চলবে এই পরিকল্পিত লুণ্ঠন, এই প্রশ্ন তোলাটা খুব জরুরি। ক্ষমতাসীনরা বাংলাদেশকে বানাতে চায় ধমক আর চমকের দেশ। ধমক দিয়ে প্রতিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা আর চমক লাগিয়ে বিভ্রান্তি জাগিয়ে জনগণের সম্মতি আদায় করা এটাই চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। যে কারণেই সব স্বৈরশাসকের মুখে ছিল উন্নয়নের বুলি আর তারা প্রশ্রয় দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতাকে। তাই দিন শেষে জনগণ দেখেছে দুর্নীতি, লুটপাটের ফলে সৃষ্ট ঋণ ও দায়দেনার সব বোঝা তাদের কাঁধে। ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন, রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা আন্দোলন, ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসানো সব কিছুর সুফল চলে যায় লুণ্ঠনকারীদের পকেটে। ফলে প্রতিটি গণআন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা মার খায়, জনগণ হতাশ হয়। কিন্তু হতাশা স্থায়ী হয় না, জীবন ও জীবিকার তাগিদে আবার মানুষ পথে নামে। ক্ষমতাসীনরা মনে করে ক্ষমতা স্থায়ী। পনেরো বছর ক্ষমতায় থেকে অতীত সরকার মনে করেছিল তারা থাকবে আরও বহুদিন। কিন্তু ২৪-এর অভ্যুত্থান দেখিয়ে দিয়েছে, জনগণের শক্তি কীভাবে স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে পারে। আবার এটাও তো সত্য, শাসক বদলালেও শোষণ ও স্বৈরশাসনের বলয় অক্ষুণ্ণ থাকলে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। ফলে লুণ্ঠন সহায়ক উন্নয়নের বিপরীতে জনগণের প্রয়োজনের স্বীকৃতি দেওয়া এবং শাসকদের জবাবদিহিতা তৈরি করতে সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।

অধ্যাপক আবিদুর রেজা-র মৃত্যুতে শোক

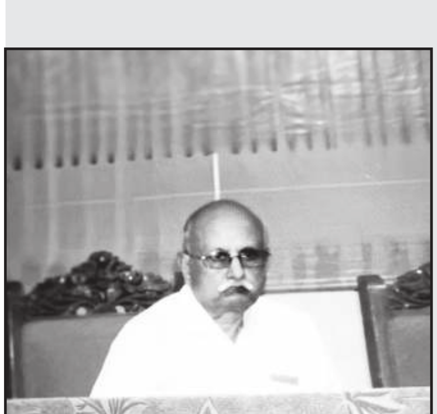

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ গণমাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আবিদুর রেজার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ, শোকাহত আত্মীয় স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, দরদি ও সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক আবিদুর রেজা দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্যজনিত নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, দলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা সংকটে আমৃত্যু দলের সাথে একাত্ম ছিলেন এবং দল বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি শিক্ষাজীবনে ছাত্র আন্দোলন, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ এদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শিক্ষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে সমাজ প্রগতির ধারায় নিয়োজিত নেতা কর্মীদের ও সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা দলের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও দরদিকে হারালাম। শিক্ষা আন্দোলন একজন অভিভাবককে হারালো। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আবারও গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর অনন্য জীবন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

অধ্যাপক আবিদুর রেজা লাল সালাম!

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং সদস্যসচিব অধ্যক্ষ মোশায়েদ হোসেন ঢালী ২১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আবিদুর রেজার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দীন ২১ সেপ্টেম্বর '২৫ এক বিবৃতিতে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আবিদুর রেজার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) সম্পর্কে বাসদের মতামত

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

♦ **২১নং পয়েন্ট ক. সংবিধান সংশোধন :** সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন (ভোট) এর বিদ্যমান বিধানই বহাল রাখার পক্ষে আমরা। পরিবর্তন করলে আমাদের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ থাকবে।

♦ **২৪নং পয়েন্ট জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান :** আমরা নারী আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা এবং প্রতি ৩টি সাধারণ আসনের জন্য ১টি সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছিলাম। এটি না মানলে (প্রস্তাব উল্লেখপূর্বক) আমাদের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ থাকবে।

♦ **২৯নং পয়েন্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি :** ‘জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই সংসদে আলোচনা করতে হবে এবং পরে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন (রেটিফাই) করার বিধান করতে হবে।

♦ **৩২নং পয়েন্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ :** এই প্রস্তাবের সাথে বিচারকদের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করা দরকার। বর্তমানে ১০ বছর উকালতি বা ১০ বছর জজিয়াতির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ আছে। এছাড়াও ১) মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, ২) অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণকারী, ৩) দুর্নীতি বা অনৈতিক কোনো কাজের রেকর্ড নেই–ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগ :

♦ **৩৫নং পয়েন্ট : সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ :** এই ক্ষেত্রে আদালতের পরামর্শ নেওয়ার কথা উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। পূর্বে একবার বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি উচ্চ আদালত নাকচ করে দিয়েছিল, তাই ভবিষ্যতে যাতে এমন না হয়, সেজন্য আদালতের পরামর্শ নেওয়া সুবিবেচনাপ্রসূত হবে।

♦ **৩৬নং পয়েন্ট : বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি :** এই প্রস্তাবের সাথে সালিশি আদালতের সংখ্যা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং গতিশীল করার বিষয়টি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

♦ **৪৯নং পয়েন্ট : আইনজীবীদের আচরণ বিধি :** ‘অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে’—এই অংশটি বাদ দিতে হবে। এতে আমাদের তীব্র আপত্তি রয়েছে।

♦ ৫০নং পয়েন্ট : আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন : এই সুপারিশের সাথে আমাদের তীব্র আপত্তি রয়েছে।

♦ **৫৪নং পয়েন্ট :** এটির প্রয়োজন নেই বলে মনে করি, কারণ স্থানীয় সরকার অধ্যায়ের ১৭নং পয়েন্টে একই বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

জনপ্রশাসন অধ্যায় :

♦**৬০নং পয়েন্ট :** পদ-পদবি, সুযোগ-সুবিধার যৌক্তিকতা বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ পদ না থাকলেও দলীয় বিবেচনায় পদোন্নতি এবং নিয়োগ দেওয়া হয়, যার ফলে প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য তৈরি হয়, যা প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

♦ **৬৩নং পয়েন্ট :** ‘রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা হবে’—এই অংশটুকুর সাথে আমাদের আপত্তি রয়েছে। তাই এই অংশটি সনদ থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করছি। কারণ নির্বাচন কমিশনের কাছে নিবন্ধিত দলসমূহের এক ধরনের জবাবদিহিতা আছে। এই অংশ থাকলে আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' থাকবে।

♦ Common reporting standards-এর বাস্তবায়ন।

♦ **৮৪নং পয়েন্ট :** পুরো পয়েন্টটির সাথে আমাদের আপত্তি রয়েছে। সনদ থেকে এটি বাদ দেওয়া হোক। অন্যথায়, আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' থাকবে।

সর্বশেষে, যে সকল বিষয়ে সব দল একমত হয়েছে, সেগুলো একত্রে উপস্থাপন করা এবং যে সকল বিষয়ে ‘নোট অব ডিসেন্ট’সহ একমত হয়েছে, সেগুলো ভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করলে সাধারণের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে; কোন দল কোন বিষয়ে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছে, তা স্পষ্ট হবে।

আশা করি, কমিশন আমাদের মতামত, প্রস্তাব, সুপারিশ ও সংশোধনীসমূহ বিবেচনায় নেবেন এবং পূর্বের খসড়ায় যেমন বলা হয়েছিল, পরবর্তী জাতীয় সংসদে গঠিত সরকার ২ বছরের মধ্যে ঐকমত্যে প্রণীত সনদের সুপারিশসমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবে–সেটাই সঠিক বলে মনে করি। প্রয়োজনে সময়সীমা ২ বছরের পরিবর্তে ১ বছর বা ৬ মাসও হতে পারে। এর বাইরে অন্য কোনো পন্থায় যাওয়া সমীচীন হবে না। অন্য কিছু করতে গেলে বিভেদ, বিভক্তি ও অনৈক্য বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আশা করি, কমিশন সার্বিক বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেবেন, যাতে করে সকলে মিলে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারি ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা যায়।

কমিশন যদি আমাদের মতামত ও সংশোধনী নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমরা আমাদের মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে প্রস্তুত আছি।

আবারও কমিশনের সদস্যদের আমাদের দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম বন্দর ইজারা দেওয়ার তৎপরতা বন্ধের আহবান

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ-স্কপ

শ্রমিকদের মানসম্মত মজুরি, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর পরামর্শে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দেওয়ার মতো দেশ বিরোধী অপতৎপরতা বন্ধের আহবান, আইএলও কনভেনশনের আলোকে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন ও স্থায়ী কাজে অস্থায়ী চাকরি, আউটসোর্সিং নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল ও মানবিক সহায়তার নামে মিয়ানমানকে করিডো প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল কর। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা ঘোষণা, বন্ধ-কলকারখানা চালুসহ স্কপের ৯ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ১২ আগস্ট ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ।

ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার, পরিচালনা করেন অপর যুগ্ম সমন্বয়ক আহসান হাবিব বুলবুল। বক্তব্য রাখেন স্কপ নেতা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, রাজেকুজ্জামান রতন, চৌধুরী আশিকুল আলম, সাইফুজ্জামান বাদশা, শামীম আরা, নুর মোহাম্মদ আকন্দ, বাদল খান, সাকিল আক্তার চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, ফয়েজ হোসেন, সহিদুল্লাহ বাদল, কামরুল হাসান প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বছরে ১১ লাখ কন্টেইনার ওঠানামা করানোর। সেই টার্মিনালে গত অর্থবছরের ১৩ লাখ কনটেইনার হেন্ডেল করেছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে বর্তমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গেলে, চলতি বছর শেষে এটি বেড়ে ১ দশমিক ৭০ মিলিয়নে (১৭ লাখ) উন্নীত হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে আর এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। কিন্তু শুধু বিদেশি অপারেটরের ওপর নির্ভর করে এই প্রয়োজন মোকাবিলা করা যাবে না। বরং একাধিক গবেষকরা বলেছেন যে, কৌশলগত খাতে বেসরকারিকরণ টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে না বরং আয় বৈষম্য, শ্রমবাজার সংকোচন এবং সামাজিক অসন্তোষ বাড়ায়। ওইসিডির ২০২২ সালের এক পর্যালোচনায়ও বলা হয়েছে, যথাযথ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছাড়া কৌশলগত সম্পদের বেসরকারিকরণ দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন ও দর-কষাকষির ক্ষমতা দুর্বল করে। তারপরেও কেন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আইএফসি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর নয়া উদারীকরণ দর্শন বাস্তবায়নের চেষ্টা? কেন অতীতের স্বৈরশাসকের গৃহীত পদক্ষেপই অনুসরণ? বন্দর আমাদের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ডই শুধু নয় একটি কৌশলগত স্থাপনা। আর অভিজ্ঞতা বলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে কৌশলগত খাতগুলোতে বেসরকারিকরণে উৎসাহ দিচ্ছে, যা অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাই বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির চাহিদাপুরণে বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ দেশপ্রেম নয় বরং কাস্টমস প্রক্রিয়া, অপারেশনাল ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা এবং পণ্য পরিবহন ও গুদামজাতকরণসহ সমগ্র লজিস্টিকস শৃঙ্খলাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে একটি সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন এবং নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার একসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও মানবিক অধিকার, দেশে বিদ্যমান উচ্চ অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে ২০২৪-এর অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষ রাজপথে বিদ্রোহ করেছে সর্বোচ্চ সংখ্যায় জীবন দিয়েছে। সেই রক্তের বিনিময়ে বৈষম্য বিলোপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সরকার গত একবছরে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে স্কপ উত্থাপিত ৯ দফা বাস্তবায়ন তথা আয়-বৈষম্য কমানোর, শ্রমিকদের জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাপূরণের মতো আয় নিশ্চিত করার, চাকরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং মালিক গোষ্ঠীর তীব্র শ্রম শোষণ নির্বিঘ্ন করার বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আউটসোর্সিং–ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগের মতো অমানবিক নীতি বিলুপ্ত না করে আরও প্রসারিত করছে। অথচ, এই প্রক্রিয়ায় সাথে আমলাতন্ত্রের দুর্নীতির সিন্ডিকেট যুক্ত থাকার কথা বহুল প্রচলিত। সরকার শ্রম আইন সংশোধন করতে যাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু, সেই সংশোধনিতে আইএলও কনভেনশনসমূহের যথ াযথ প্রতিফলন হবে কিনা, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহের প্রতিফলন হবে কিনা সে সম্পর্কে জাতীয় শ্রমিক প্রতিনিধিরা অন্ধকারে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে বেকারের সংখ্যা মাত্র ২৬ লাখ, শিশু শ্রম মাত্র ১৭ লাখ কিংবা দারিদ্র্য বিমোচনে বা ভিক্ষুক নির্মূলে বড় সাফল্যের মতো আষাঢ়ে গল্প ফেদেছিল। তাই, সকল ক্ষেত্রে পুনঃজরিপের মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, শ্রমজীবীদের প্রকৃত আয় এবং অধিকারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার আহবান জানান।

নেতৃবৃন্দ বন্ধ সকল কল-কারখানা সরকারি দায়িত্বে চালু করার আহবান জানিয়ে বলেন জুলাই আন্দোলনের দেয়াল লিখনে পাটকল, চিনিকলসহ কলকারখানা চালু করার প্রতিশ্রুতি ছিল। সরকার প্রধানের তিন শূন্য নীতির অন্যতম বেকারত্ব আর দারিদ্রতাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যা কেবল বন্ধ কল-কারখানা চালু এবং নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব। নেতৃবৃন্দ স্টাইল ক্রাফট ও ইয়াং ওয়ানের শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা আদায়ে কারখানা মালিকের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তসহ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, শ্রমিকের মজুরি আত্মসাৎকারীদের কঠোর হস্তে দমন নীতি গ্রহণ ছাড়া শ্রমখাতে প্রতারিত শ্রমিকের মিছিল বন্ধ করা হবে না।

নেতৃবৃন্দ জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ, স্থায়ী কাজে স্থায়ী নিয়োগসহ স্কপের ৯ দফা বাস্তবায়ন এবং বন্দর ইজারা বা করিডোর দেওয়ার অপচেষ্টা বন্ধ করার জোর দাবি জানিয়ে বলেন অন্যথায় এই সরকার শ্রমিকদের কাছে জুলাই আন্দোলনের চেতনা ভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে। নেতৃবৃন্দ, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রমিক সমাবেশ শেষে অক্টোবর মাসে ঢাকায় শ্রমিক মহাসমাবেশ আয়োজনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, শ্রমিকরা উপেক্ষিত হতে থাকলে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি বাস্তবায়নে বাধ্য করা হবে। একই দাবিতে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়।

নীলফামারী ইপিজেডে শ্রমিক হত্যার বিচার, ক্ষতিপূরণ ও দায়ীদের শাস্তির দাবি

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিহত শ্রমিক হাবিব ও অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে এবং এর সুষ্ঠু তদন্ত প্রক্রিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা, দোষীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা এবং নিহত ও আহত শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার দাবিতে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ এর উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, নীলফামারী উত্তরা ইপিজেডের এভারগ্রিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লিমিটেড শ্রম আইন না মেনে ৫১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে। এই অন্যায় ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে দেয়। এই ঘোষণাটি ইপিজেডের প্রধান গেটে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়, যা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ওই কারখানার শ্রমিকরা কিছু দিন আগে কয়েকটি দাবি-দাওয়া উত্থাপন করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : উৎপাদন টার্গেট কমানো, ওভারটাইম ভাতা নিশ্চিত করা, সময়মতো বেতন প্রদান, ছুটি যথাযথভাবে দেওয়া, আবাসন ও প্রমোশনের জটিলতা নিরসন, গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন-হয়রানি বন্ধ করা। কিন্তু মালিক কর্তৃপক্ষ তাদের যৌক্তিক দাবিগুলো দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করে আলোচনায় আগ্রহী না হয়ে বরং কারখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

২ সেপ্টেম্বর সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে ইপিজেডের প্রধান গেটের সামনে জমায়েত হন এবং তারা কারখানা খোলার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে সড়ক অবরোধ করে। অবরোধ তুলে দিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য মারপিট শুরু করে।

এর প্রতিবাদে উত্তেজিত শ্রমিকরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ধাওয়া পালটা ধাওয়া করেন একপর্যায়ে সংঘর্ষের রূপ নেয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তখন শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেন, যাতে হাবিবুর রহমান (২১) নামে এক শ্রমিক নিহত হন এবং ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হন।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছিলেন, কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী disproportionate force ব্যবহার করে এবং নির্বিচারে গুলি চালায়। নিহত শ্রমিক হাবিবুর রহমানের ভাইয়ের দাবি, তার ভাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি; বরং সে রাতের ডিউটি শেষ করে বের হওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়।

স্কপ এর যুগ্ম সমন্বয়কারী এবং বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোট এর সভাপতি আব্দুল কাদের হাওলাদারের সভাপতিত্বে এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন এর পরিচালনায় প্রতিবাদসভায় বক্তব্য রাখেন শ্রম সংস্কার কমিশন এর প্রধান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীর সহসভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এএএম ফয়েজ হোসেন, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. শহীদুল্লাহ বাদল, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক মো. নুরুল আমিন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব সেকেন্দার আলী মিনা, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের যুগ্ম সম্পাদক প্রকাশ দত্ত, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের হাসান আলী, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট- ব্লাস্ট এর আমানুল্লাহ খান, কর্মজীবী নারীর রাজীব আহমেদ, আওয়াজ ফাউন্ডেশন এর হুরমুজ আলী প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের পাওনা বাকি রেখে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত, হয়রানি ও মিথ্যা মামলা দেয়া বন্ধ করা এবং ইপিজেডসহ সকল শ্রমক্ষেত্রে একই শ্রম আইনের আওতায় আনাসহ শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের নিকট দাবি করেন।

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ১০০-তে উন্নীত কর, সরাসরি নির্বাচন দাও

ঘরে বাইরে নারী নিপীড়ন বন্ধ কর, সম্পত্তিতে সমানাধিকার ও সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত কর

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ (ইয়াসমিন হত্যা) দিবসে সমাবেশ

২৪ আগস্ট বাংলাদেশে 'নারীনির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ১৯৯৫ সালের ২৩ আগস্ট, ইয়াসমিন নামে এক তরুণী ঢাকা থেকে দিনাজপুরের বীরগঞ্জে বাড়ি ফেরার পথে রাতে পুলিশ সদস্যদের দ্বারা ধর্ষিত ও নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হন। এই বীভৎস ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন, ২৪ আগস্ট দিনাজপুরে সর্বস্তরের মানুষ মিছিল করে বিচারের দাবি জানাতে থাকে। প্রতিবাদী মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে এক পর্যায়ে পুলিশ নির্বিচারে তাতে গুলি চালায়। গুলিবর্ষণে ৭ জন সংগ্রামী মানুষ নিহত হন।

এই হত্যাকাণ্ডে সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সরকার ও প্রশাসনের সকল অপচেষ্টা সত্ত্বেও এই আন্দোলন দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আন্দোলনের চাপে ১৯৯৭ সালে ইয়াসমিনের ধর্ষক ও খুনিদের ফাঁসির রায় হয় এবং ২০০৪ সালে তা কার্যকর করা হয়। এই আন্দোলন এবং শহিদ সাত জনের স্মরণে প্রতি বছর ২৪ আগস্ট নারীনির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়।

সামাজিক অবস্থার উন্নততর পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে সম্মুখ সারিতে থেকে নারীরা '২৪-এ গণ অভ্যুত্থানে ব্যাপকমাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে নারীদেরকে সকল দিক থেকে কোণঠাসা-অপমান, হয়রানি ও মর্যাদাহানি করার ব্যপক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মানুষের মনে প্রশ্নের উদয় হয় অভ্যুত্থানের নারীরা কোথায় হারিয়ে গেল? বাস্তবে মৌলবাদী শক্তি নারীর সামাজিক পরিবেশ বৈরী ও বিষময় করে তোলে।

নারী নির্যাতন দুষ্ট ব্যাধির মতো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। যেমন, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪৪১টি। সাত মাসে পারিবারিক সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ৩২২ জন। একই সময়ে স্বামীর হাতে খুন হয়েছেন ১৩৩ জন নারী। নির্যাতনের চিত্রটা শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝা যাবে না, কেননা বেশিরভাগ ঘটনা থেকে যায় দৃষ্টির আড়ালে। এই সময়কালে সাইবার নিপীড়নও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

নারী ও শিশুনির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃঢ় পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। সরকারের পক্ষ থেকে নারী-বিদ্বেষী মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর উদ্যোগ বা দায়িত্বশীল আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না বরং, সর্ব ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিপীড়কদের পুনর্বাসনের মতো ঘটনাও ঘটছে।

সংসদে নারীর অবস্থান গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক ও মর্যাদাপূর্ণ নয় বরং 'শোপিস' বা 'অলঙ্কার' হিসেবে রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জোরালোভাবে উত্থাপিত হলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি বরং পুরনো পদ্ধতি বহাল রাখা হয়েছে, যা নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন বলে বিবেচনা করা যায় না।

বাংলাদেশে আইনগতভাবেই সম্পত্তিতে নারীদের সম-অধিকার নেই। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ কম এবং সেখানে সমকাজে সমমজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশেরও অভাব রয়েছে।

ইয়াসমিনের বিচার হয়েছিল কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিচারহীনতার পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নারী নির্যাতনের সংখ্যা-ধরন, তীব্রতা ও ব্যাপ্তি বেড়েছে, বিচারহীনতার সংস্কৃতি গেঁড়ে বসেছে। অর্থ, দলীয় ও প্রশাসনের ক্ষমতার জোরে অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়াই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণ-সচেতনতা ও গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যে সমাজে শ্রেণিগত, লিঙ্গগত অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র, সে সমাজে নির্যাতন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়।

নারী মুক্তির একমাত্র পথ বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের সংগ্রাম। পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা, যা নারীকে পণ্যে পরিণত করে ভোগবাদী মানসিকতাকে লালন ও বহাল রেখে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। নারীনির্যাতন প্রতিরোধ দিবস এই অন্যায্য সমাজব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের শিক্ষা দিয়ে যায়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস (ইয়াসমিন হত্যা দিবস) উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৪ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শিপ্রা মন্ডল। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা নগরের ইনচার্জ নিখিল দাস, মহিলা ফোরাম ঢাকা নগরের দপ্তর সম্পাদক লাবনী আক্তার, নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আক্তার, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা।

শুধু বিবৃতি, নিন্দা জানিয়ে দায় সারা নয় সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে

কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে দেওয়ার বিচার, মাজার-রাজনৈতিক দলের অফিসে আগুন দেওয়াসহ মব সহিংসতা বন্ধ কর

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৬ সেপ্টেম্বর '২৫ গণমাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে রাজবাড়ী, রাজশাহী, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কথিত 'তৌহিদি জনতা', 'ঈমান-আকিদা রক্ষা কমিটি' ইত্যাদি নামে উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক মব সন্ত্রাস চালিয়ে মাজার, দরগায় হামলা ভাংচুর অগ্নিসংযোগ এমনকি কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে দেয়ার মতো নৃশংস ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও নিন্দা জানিয়ে এহেন অপতৎপরতা বন্ধ করা ও এসবের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, একটি চিহ্নিত ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যখন গণ অভ্যুত্থানের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে এসব সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে চলছে। তখন এসব ঘটনার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে নামমাত্র বিবৃতি দিয়ে নিন্দা জানিয়ে দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে। আবার কখনো মবকে প্রেসার গ্রুপ ইত্যাদি বলে আশ্রয় প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠোপোষকতা করছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, সরকারের দায়িত্ব শুধু বিবৃতি দেওয়া নয়, ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা।

গণ অভ্যুত্থানের এক বছরের পর এসে জাতীয় পার্টি কার্যালয়ে আগুন দেয়ার ঘটনার নিন্দা করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিরোধ রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে। অফিসে হামলা-ভাংচুর করে, আগুন দিয়ে কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়ার প্রবণতা সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বাড়িয়ে তুলবে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক সহনশীলতা গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। তিনি রাজনৈতিক দলের অফিস ও রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

তিনি বলেন, পতিত স্বৈরাচার ও ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নির্বাচন ও গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যই মব সন্ত্রাস সহিংসতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। তিনি বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদ করে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েমের জন্য জনগণ গণ অভ্যুত্থান করেনি।

তিনি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন না করে মব সন্ত্রাস বন্ধ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, শ্রমিক অসন্তোষ ও সন্ত্রাস সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। একই সাথে সকল প্রকার ধর্মীয় উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মব সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানান।

আরপিও সংশোধনী নিয়ে বাসদ-এর প্রতিক্রিয়া

সংসদকে কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত করার আয়োজন রুখে দাঁড়ান

জামানত বাড়িয়ে নির্বাচনে সাধারণ মানুষের প্রার্থী হওয়া অসম্ভব করা চলবে না ॥ বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৫ সেপ্টেম্বর '২৫ গণমাধ্যমে প্রদত্ত এক এক বিবৃতিতে বলেন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরপিও সংশোধনের মাধ্যমে জামানত বাড়ানোসহ অনেকগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে, তার ফলে নির্বাচনকে জটিল ও সাধারণ মানুষের প্রার্থী হওয়া অসম্ভব করে তুলবে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, জামানতের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা এবং নির্বাচনী ব্যয়সীমা ভোটার প্রতি ১০ টাকা হারে ন্যূনতম ৫০ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ৭৮ লাখ করার প্রস্তাবের ফলে ধনীদের জন্য সহজ এবং সাধারণ মানুষের জন্য প্রার্থী হওয়া কঠিন করে তোলা হয়েছে। এর ফলে বাস্তবে সংসদ পূর্বের মতোই কাটিপতিদের ক্লাবে পরিণত হবে, যা '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি।

তিনি আরও বলেন, 'না' ভোটের বিধান চালু করা আমাদের দীর্ঘদিনের অন্যতম দাবি ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে 'না' ভোটের বিধান চালু করা ভোটারদের মত প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করবে। অনলাইনে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার বিধান বাতিল করার প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, এর ফলে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কত সহজ করা যায় সেই পথ বের করাই কমিশনের কাজ। অথচ তা না করে কমিশন অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার বিধান বাতিলের প্রস্তাব করেছে যা মোটেই কাম্য নয়। বিবৃতিতে সশস্ত্র বাহিনীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধিতা করে তিনি বলেন, এর ফলে দমন পীড়নের মাত্রা বাড়বে এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ থাকলে বা ফেরারি আসামিদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করার বিধান নতুন জটিলতা তৈরি করবে। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযোগ প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ অপরাধী সাব্যস্ত না করার নীতিরও পরিপন্থি। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রবণতা বাড়বে।

তিনি সুষ্ঠু অবাধ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত দাবি জানান। ১. জামানত না বাড়িয়ে বরং ৫ হাজার টাকা করা। ২. নির্বাচনী ব্যয়সীমা কমিয়ে ৩ লাখ টাকা করা। ৩. শুধু একক প্রার্থীর ক্ষেত্রেই নয় একাধিক প্রার্থীর ক্ষেত্রেও 'না' ভোটের বিধান চালু করা। ৪. অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার বিধান বহাল রাখা। ৫. সশস্ত্র বাহিনীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা না দেওয়া এবং ৬. মামলা বা ফেরারি থাকলেই প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণার বিধান প্রবর্তন না করার দাবি জানান।

কমরেড বদরুদ্দীন উমর-এর মৃত্যুতে শোক

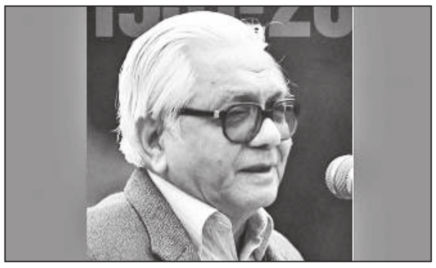

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৭ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে অগ্রগণ্য কমিউনিস্ট রাজনীতিক, বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ, শোকাহত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, দলের নেতা কর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, বদরুদ্দীন উমর এদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তি সংগ্রামের নেতা কর্মীদেরকে তাঁর লেখনির মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রগতিশীল চিন্তা ও সংস্কৃতি নির্মাণে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। পুঁজিবাদী সমাজের ভোগবাদ তাঁকে মুহূর্তের জন্যও শ্রমজীবী মানুষ ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম থেকে দূরে সরাতে পারেনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শ্রমজীবী মানুষের শোষণমুক্তির চিন্তা ধারণ করে সংগঠন আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে বিশেষভাবে-ভাষা আন্দোলন, যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধউত্তর বাংলাদেশসহ অসংখ্য লেখনির মাধ্যমে সমাজ প্রগতির চিন্তায় নিয়োজিত নেতা কর্মীদের ও সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের বামপন্থি প্রগতিশীল ও শ্রমজীবিদের মুক্তি আন্দোলনের অসামান্য ক্ষতি হলো। কমিউনিস্ট আন্দোলন একজন আপনজনকে হারালো। শ্রমিকশ্রেণি হারালো তাদের অকৃত্রিম বন্ধুকে। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দল বাসদের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর অনন্য জীবন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

লাল সালাম কমরেড বদরুদ্দীন উমর!

ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সদর উপজেলা কমিটি গঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা শাখার কাউন্সিল ৫ সেপ্টেম্বর '২৫ বাসদ জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সরকারি কলেজ শাখার সংগঠক জিহানুল হক জোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহবায়ক গোলাম রব্বানী সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা শাখার আহবায়ক ইসরাত জাহান লিপি, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যুগেশ ত্রিপুরা, সরকারি কলেজ শাখার সংগঠক কামরুল হাসান বসুনিয়া, সদস্য সুমনা আক্তার প্রমুখ।

কাউন্সিলে কামরুল হাসানকে আহ্বায়ক এবং সুমনা আক্তারকে সদস্যসচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ছাত্র ফ্রন্টের সদর উপজেলা শাখার কাউন্সিলে গঠিত নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

নীলফামারী ইপিজেডে-পুলিশ ও যৌথবাহিনীর বর্বরোচিত হামলা ও গুলিতে শ্রমিক হত্যা এবং রাজশাহী আদিবাসী সম্প্রদায়ের ১৬টি পরিবারের সম্পত্তি অবৈধ জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া দলিল সৃষ্টি করিয়া দখলের প্রতিবাদে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বাসদ বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে শহরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গাজা সিটি দখলের ইসরায়েলি সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসী রুখে দাঁড়াও

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী জনগণের পাশে দাঁড়াও

১৬ আগস্ট ফিলস্তিন সংহতি কমিটি বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ঢাকা জাতীয় জাদুঘরের সামনে ইসরায়েলের গাজা সিটি দখলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ডা. হারুনুর রশীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির মোশরেফা মিশু, বাসদ-এর জুলফিকার আলী, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের বেলাল চৌধুর, কমিউনিস্ট লীগের অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

একটা রাষ্ট্র—প্যালেস্টাইনকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিতে সদম্ভে বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা দিয়ে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ইসরায়েল। আর মধ্যপ্রাচ্যের তেলসহ খনিজসম্পদের দখল নিতে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ-প্রযুক্তি জোগান দিয়ে নির্লজ্জভাবে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ উন্মাদনায় মদত দিচ্ছে। এ ছাড়া গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে সেখানে 'প্রমোদকেন্দ্র' বানানোর কথাও বলেছে ট্রাম্প। এ যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে প্রাণ হারাচ্ছে হাজারো গাজাবাসী। প্রতিদিন এ সংখ্যা বাড়ছে। বস্তুত, এটা যুদ্ধ নয়—জাতিগত নিধন। সাম্রাজ্যবাদের মুনাফার লালসায় পরিকল্পিত পৈশাচিক আগ্রাসন? গণমাধ্যম-সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসা ইসরায়েলি হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ আর গুলি-বোমা হামলা, বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাজার ভয়াবহ চিত্র বিবেকবান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে অস্থির করে তোলে। হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুর লাশ, নিথর সন্তান কোলে বাবা-মায়ের আহাজারি, মৃত্যুমুখী কঙ্কালসার শিশুর দেহ, সারি সারি মৃতদেহের দৃশ্য বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ-অনাহার-দারিদ্র্য, চিকিৎসাহীনতা মৃত্যুভয়, স্বজন হারানোর শোক আর বেদনা গ্রাস করেছে গাজাবাসীকে। চাই ত্রাণসামগ্রী, চাই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানীয়, মাথা গোঁজার নিরাপদ আশ্রয় কিন্তু তা মিলছে না।

৮ আগস্ট '২৫ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত গাজা সিটি দখলে নেওয়ার জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে দেশটির নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা। এই পরিকল্পনা কথা তারা বিশ্ববাসীকে জানিয়েই করছে। এই সাহসের ভিত্তি কোথায়? ভিত্তি হচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সাম্রাজ্যবাদ এখন একটা ভয়ঙ্কর মরণ খেলায় খেলায় মেতেছে।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, এধরনের একটি সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস্য অথচ বাস্তবে তা হতে চলছে। বিশ্বে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে, জাতিসংঘ আছে, আন্তর্জাতিক আইন আছে, মানবাধিকার কনভেনশন আছে, তারা এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে না। কোনো নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করে ইসরায়েল বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্বরতা আগেও ছিল কিন্তু ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ইসরায়েল নতুন করে ভয়ংকর দানবীয় রূপে ফিলিস্তিনে আগ্রাসন ও গণহত্যা শুরু করে।

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া গণহত্যায় এ পর্যন্ত সেখানে ৬৫ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ২ হাজার ৪৬৫ এবং ৪০০ এর বেশি মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছে। এর বেশিরভাগই নারী ও শিশু। ক্ষাধার্ত-অসহায় মানুষকে মারার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। জাতিসংঘের সমর্থিত ক্ষুধা পর্যবেক্ষণ সংস্থা আইপিসি গাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ইসরায়েলকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী নেতানিয়াহু যেখানেই যাবে সেখানেই তার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চলতি বছরের মার্চের শুরু থেকে ইসরায়েল গাজার সব সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে এই জনপদের মানুষ মারাত্মক দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষ অপুষ্টির শিকার। নানা রোগ-মরণব্যাধি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সেখানে প্রতিদিন হামলা হচ্ছে, শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। ইসরায়েল আকাশপথে ও স্থল হামলার পরিমাণ বাড়িয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসরায়েলের শাসকরা গাজায় খাবার, পানি-বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও চিকিৎসাসামগ্রী প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মীরা ত্রাণ নিয়ে ঢুকতে পারছে না, যা সাধারণ জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো, হাসপাতাল ও চিকিৎসক কর্মীরা কাজ করতে পারছেন না কারণ বিদ্যুৎ-জ্বালানি নেই, রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে নরকে পরিণত হয়েছে। ২. নাগরিকদের ব্যাপক মৃত্যুর ঘটনা অবকাঠামো ও বসতির ধ্বংসের ফলে পুরো শহর, এলাকা বসবাসে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে, বাসস্থান, স্কুল, মসজিদ-ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী জায়গা ধ্বংস হয়েছে।

যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, ধর্ষণ, অপমানজনক ব্যবহারসহ অন্যান্য অতর্কিত নৃশংসতার ঘটনা ঘটছে। এই আগ্রাসন এবং বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত না হওয়া নারীর প্রতি অবহেলার মানসিকতার প্রকাশ

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

ঐকমত্য কমিশনে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত না হওয়ার প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এর উদ্যোগে ১২ আগস্ট ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শিপ্রা মন্ডল, সদস্য ইসরাত জাহান লিপি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। সমাবেশ পরিচালনা করেন ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা

বর্তমানে সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত আসন আছে, যা দলীয় আসনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষে বিদ্যমান পদ্ধতিই বহাল রেখে প্রতি ৫ বছর অন্তর ৫% করে সাধারণ আসনে দলগুলোকে বাধ্যতামূলক নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি গণতান্ত্রিক, সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ইস্যুতে নারী সমাজের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এ রকম পশ্চাৎপদ সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদসহ কয়েকটি বামপন্থি দল এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি দেশ ও জাতি নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও ভূমিকায় এগিয়ে যায়। আমাদের দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবারে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ খুবই নগন্য। এর বড় কারণ বাংলাদেশে এযাবতকালে যারা বা যেসব দল রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে তারা পুঁজিবাদী মানসিকতায় ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত। ফলে শাসকগোষ্ঠী নারীর সমান অধিকার স্বীকার করেনি। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, জাতীয় সংসদে তার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে নারীর সামনে বাধাগুলোকে দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সংসদে নারী থেকে গেছেন অনেকটা 'শোপিস' বা 'অলঙ্কার' হিসেবে। আমাদের দেশের নির্বাচনে কালোটাকা, পেশিশক্তি একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ক্ষমতা কেন্দ্রিক দলগুলো নারীদেরকে সরাসরি নির্বাচনে নমিনেশন দিতে চায় না।

নারী নির্যাতন, সহিংসতা, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। এমন একটি পরিস্থিতিতে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করতে পারতো। কিন্তু জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংরক্ষিত নারী আসনে পূর্বের ন্যায় ক্ষমতাসীন দলের দয়া দাক্ষিণ্য দ্বারা নারী সাংসদদের মনোনয়নের পদ্ধতিই বহাল রাখলো। এই ক্ষেত্রে নারী সাংসদের কোন নির্বাচনী এলাকা থাকবে না। ফলে নারীদের জনগণের মধ্য থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উঠে আসা কঠিন হয়ে পড়বে।

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ বলেন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানে নারীদের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ ও সাহসী বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নতুন বন্দোবস্তের কথা বলে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আশ্বাস দিয়ে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বকে 'শোপিস' করে রাখার সেই পুরোনো পদ্ধতি বহাল রেখে নারীদের প্রতি চরম অবিচার ও অপমান করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে পশ্চাদপদ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বাতিল করে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জোর দাবি জানান। রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতি নির্ধারণে নারীর ন্যায্য হিস্যা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করারও দাবি জানান। দেশে ক্রিয়াশীল নারী সংগঠন এবং নারী অধিকার কর্মী, গণতান্ত্রিক মানুষদের যুক্ত করে পুনরায় বৈঠক এবং প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি করেন। একই সাথে কমিশনের অগণতান্ত্রিক পশ্চাদপদ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ এবং সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ১০০-তে উন্নিত করা, সরাসরি নির্বাচনসহ নারীর সমানাধিকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ও নারী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক নারী-পুরুষের প্রতি আহ্বান জানান।

‘শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও রূপরেখা এবং শ্রমিক সংগঠনের করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময়সভা

শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে মতবিনিময়সভা

শ্রমজীবিদের মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী করতে হবে

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

শ্রমজীবিদের জীবনের মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ-রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের প্রস্তাবনা নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ২৪ আগস্ট আলী আহম্মদ চুনকা পাঠাগার ও মিলনায়তন পরীক্ষণ হলে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থ থাকায় মতবিনিময়সভায় শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ উপস্থিত হতে না পেরে অনলাইনে বক্তব্য রাখেন। মতবিনিময়সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদের সঞ্চালনায় জেলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি হাফিজুর রহমান, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপ্রধান অঞ্জন দাস, গার্মেন্টস শ্রমিক টিইউসি নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি দুলাল সাহা, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সৈয়দ হোসেন, বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোট জেলার সংগঠক সোলেমান দেওয়ান, গার্মেন্টস ও সোয়েটার ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের জেলার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদির।

সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহম্মদ বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শ্রমিক-কৃষকের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশের জিডিপি বলি আর রপ্তানি আয় বলি সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম। কিন্তু দেশে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় যতটা গুরুত্ব পায়, শ্রমিকের জীবন জীবিকা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো ততটাই আড়ালে থেকে যায়।

রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহভিত্তিক, অভিবাসী, স্বনিয়োজিত শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, দেশের সকল শ্রমিকের জন্য একটি সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরি তিন বছর পরপর পুনর্নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, আপৎকালীন তহবিল, নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন করার বাধাসমূহ অপসারণ, স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক বিশেষত আউটসোর্সিং ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে ছয় মাস, স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। দেশে বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি এবং আইনি সুরক্ষা বলে কিছুই নেই। সুপারিশে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে শ্রমিককে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র বা প্রমাণপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কমিশন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতিটি সেক্টরের মজুরি সুপারিশ করার সময়ে মজুরির পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তি, মজুরির হিসাবপদ্ধতি ও মজুরির পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করার সুপারিশ করেছে। ফলে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য দেশের ক্রিয়াশীল শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ দাবি ও সংগ্রাম জোরদার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

শ্রমিক ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে মতবিনিময়সভা

শ্রমিক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত

ধারণাপত্রের বক্তব্য–

প্রস্তাবনায় বলা হয়, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির কেন্দ্রে রয়েছেন শ্রমিক ও কৃষক। দেশের জিডিপি, রপ্তানি আয়বৃদ্ধিসহ অর্থনীতির সমৃদ্ধি প্রতিটি সূচকই নির্ভর করে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত শ্রম ও মেধার উপর। কিন্তু সাত কোটি চল্লিশ লাখ শ্রমিকের এই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আলোচনায় বিনিয়োগ, রপ্তানি ও ম্যাক্রো অর্থনীতির সূচকগুলো যতটা গুরুত্ব পায়, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা, মজুরি, চাকরির স্থায়ীত্ব, জীবনমান, কর্মপরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো ততটাই উপেক্ষিত থেকে যায়। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, সংগঠনের স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যে অপরিহার্য তা মালিকশ্রেণি ও সরকার সব সময়ই উপেক্ষা করেই চলে।

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান ধারায় শ্রমিকদের একটি বিশাল অংশ কর্মরত আছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। যেখানে ন্যূনতম মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম ভাতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, দুর্ঘটনা ও জীবন বিমা, পেনশন বা গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি মৌলিক অধিকারগুলোর কোনই নিশ্চয়তা নেই। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ১৫ শতাংশ শ্রমিকও জীবনযাত্রার মানসম্পন্ন মজুরি পান না। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তাহীনতা একটি বড় সমস্যা; সরাসরি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাড়াও অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, বসবাসের মানসম্মত পরিবেশ না থাকার কারণে প্রতি বছর অনেকে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেন, যার সঠিক পরিসংখ্যানও সরকারের কোনো গেজেটে নেই।

ছাত্র-শ্রমিক ও জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী গত ১৮ নভেম্বর ’২৪ অন্তর্বর্তী সরকার ‘শ্রম সংস্কার কমিশন’ গঠন করে। কমিশন শ্রম খাতের সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করে ২৫টি ক্ষেত্রে ৪৬০ পৃষ্ঠার একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করে, যা গত ২১ এপ্রিল ’২৫ প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এই সুপারিশমালা বাংলাদেশের উৎপাদন বিকাশ ও শ্রমিক শ্রেণির অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে একটি যুগান্তকারী দলিল এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলন ও দাবি-দাওয়া উপস্থাপনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি ও নৈতিক যুক্তি প্রদান করবে।

আলোচনার সুবিধার্থে, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো :

১. সার্বজনীন আইনি সুরক্ষা ও মজুরি কাঠামো : প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি–গৃহভিত্তিক, অভিবাসী ও স্বনিয়োজিত—সব ধরনের শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্রীয় শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

দেশের সকল শ্রমিকের জন্য একটি সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা, যা হবে ‘লিভিং ওয়েজ’ বা জীবন-যাপনযোগ্য মজুরির ভিত্তিতে।

এই জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রতি তিন বছর পরপর পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। এর ভিত্তিতে কাজের প্রকৃতি, ঝুঁকি ও অঞ্চলভেদে খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হবে, যা কখনও জাতীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হবে না।

মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক হতে হবে। হিসাবের পদ্ধতি ও উপাত্ত প্রকাশ করতে হবে।

মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) নিশ্চিত করতে হবে। সময়মতো মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. মজুরি নির্ধারণ ও বকেয়া মজুরি সমস্যা সমাধান : মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করতে হবে, যেখানে অর্থনীতিবিদ, শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি থাকবেন। বর্তমান পদ্ধতিতে মজুরি বোর্ডের নামে মজুরি ঘোষণা হলেও শ্রমিকপক্ষের বিপরীতে শক্তিশালী মালিকগোষ্ঠীর ইচ্ছাতেই মজুরি নির্ধারিত হয়।

এর অবসান করতে কমিশন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি মানদণ্ড তৈরির সুপারিশ করেছে, যেখানে শ্রমিক পরিবারের মাসিক খাদ্য ব্যয়, খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় (যেমন বাসস্থান-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক ও বিনোদন) এবং ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয় বিবেচনায় নিতে হবে। পরিবারের একক উপার্জনকারীকে বিবেচনায় নিয়ে এমন মজুরি নির্ধারণ করতে হবে যেন শ্রমিক তাঁর পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

কমিশন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতিটি সেক্টরের মজুরি সুপারিশ করার সময়ে মজুরির পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তি, মজুরির হিসাবপদ্ধতি ও মজুরির পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করার সুপারিশ করেছে। মজুরি নির্ধারণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে কমিশন শ্রম, অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, শ্রমিক ও

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

পুঁজিবাদী শোষণ দ্রব্যমূল্য ও দারিদ্র্য দুটোই বাড়িয়ে তুলছে

নির্বাচনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক আলোচনা এখন নির্বাচন নিয়ে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু যে মানুষের জন্য নির্বাচন, তাদের জীবন চলছে কেমন? মানুষ চায় দেশটা ভালো থাকুক, ভালো চলুক। পাশাপাশি চায় তার সংসারটাও ভালো চলুক, জীবনে স্বস্তি থাকুক। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যে আড়াল হয়ে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি। চাপা পড়ে যাচ্ছে গণমানুষের সংকট। বাজারে জিনিস নেই, তাই দাম বাড়ছে এটা শুনে মানুষ অভ্যস্ত। কিন্তু বাজারে জিনিস আছে, তারপরও দাম বাড়ছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে চায় মানুষ। মানুষ চায় বৃদ্ধি ঘটুক। কিন্তু সব বৃদ্ধি কি ভালো? দেশের জিডিপি, মাথাপিছু আয় বাড়ছে এগুলো উন্নতির লক্ষণ। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, দেশে বিগত তিন বছরে দারিদ্র্য বেড়েছে এগুলো সংকটের চিহ্ন। জরিপের রিপোর্টে প্রকাশ হয়েছে যে, দেশে প্রতি চারজনের একজন এখন গরিব। এর বাইরে আরও অনেক মানুষ এমন আর্থিক অবস্থায় রয়েছেন। কোনো মতে দিন কাটানোটাই তাদের জন্য কঠিন। ফলে আকস্মিক যে কোনো অসুস্থতা বা অন্য কোনো সংকটে, তারা গরিব হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। এ রকম মানুষের সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। তাদের দিন কাটে কোনোমতে দিন পার করার চিন্তায়। মানুষ কাজ করে, ভালোভাবে বাঁচার জন্য। কাজ করে মজুরি পায় বা আয় করে, সেই আয় দিয়ে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে। কাজ না থাকলেও, মজুরি বা আয় না বাড়লেও, দ্রব্যমূল্য কিন্তু লাগামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। যেমন এখন ভরা বর্ষা। ইলিশ মাছ খাওয়ার ইচ্ছা কার না হয়? বাজারের কম দামের সবজিগুলোর একটি পেপে।

বর্ষায় ইলিশের সঙ্গে পটলের তরকারি জনপ্রিয়। ইলিশের যা দাম, তাতে ইলিশ কেনা কঠিন। পটলের দামও কম নয়। সরকারি সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাবে, প্রতি কেজি পটল এখন ৬০ থেকে ৮০ টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বেশি। শুধু পটল নয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগের বাজারদরের দৈনিক তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত বছরের ২১ আগস্টের চেয়ে এ বছরের ২১ আগস্ট ১৬টি সবজির দাম গড়ে ২৬ শতাংশ বেশি। বাণিজ্য সচিব সে কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু কারণ হিসেবে যা বলেছেন তা সঠিক নয়। তিনি বলেন, 'প্রতি বছর বর্ষা শেষের এ সময়ে শাকসবজির দাম একটু বেশি থাকে। রবিশস্য আসার আগে এমনটা মেনে নিতে হবে। তবে বাজার যাতে ঠিক থাকে, সে জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।' কিন্তু সেই সর্বাত্মক চেষ্টার ফল কী? আর চেষ্টাটাই বা কী? উত্তরবঙ্গ থেকে যে সবজি আসে, তা তিন চারগুণ বেশি দামে বিক্রি হয় ঢাকার কারওয়ান বাজারে। আবার সেখানে রাতে পাইকারিভাবে যে দামে সবজি বিক্রি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি দরে বিক্রি হয় খুচরা পর্যায়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম ৩০ শতাংশ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫০ এবং কোনো ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বা তার বেশি বাড়ে। এসব নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ কি আছে, থাকলে তার ফলাফল তো মানুষ দেখছে না।

অন্যদিকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, বর্ষার স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চেয়ে এবার সবজির দাম বেশি বেড়েছে। অন্যদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, এবার আগস্টে স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টি কম হয়েছে। ফলে বর্ষাকে বলির পাঁঠা বানানোর কোনো মানে হয় না। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) জুন মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক প্রতিবেদনে বলেছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য, যথাযথ তথ্যের অভাব, চাঁদাবাজি ও পণ্য পরিবহনে বাড়তি খরচের কারণে খুচরা বাজারে সবজির দাম বাড়ার ক্ষেত্রে বড় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রকৃতি, ফসলের ফলন কম হওয়া যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বহীনতা। শুধু সবজি নয়, সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে মাছ ও মাংসের গড় দাম। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাবে, পাঁচ ধরনের মাছের দাম বেড়েছে গড়ে ১৮ শতাংশ। মাংস ও ডিম শ্রেণিতে গড় মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশ। সবজি, মাছ ও মাংসের দাম বাড়লে তা সংসারের আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। এমনিতেই চাল, ডাল ও তেলের দাম কমছে না এর সঙ্গে সবজি ও মাছের বাড়তি দাম মানুষকে আরও চাপে ফেলছে। বাংলাদেশ বিশ্ববাজারের অংশ। ফলে বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে, বাংলাদেশেও বাড়বে এবং বিশ্ববাজারে দাম কমলে বাংলাদেশেও কমবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে দাম দ্রুত বাড়লেও, কমে খুব কম ক্ষেত্রে। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের সময় বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্য চাল, অপরিশোধিত সয়াবিন, চিনি, জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজির দাম বেড়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিক হারে। কিন্তু গত দুই-আড়াই বছরে বিশ্ববাজারে এসব পণ্যের বেশির ভাগের দাম প্রায় অর্ধেকে নেমে এলেও বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) ১৮ আগস্টের প্রতিবেদনে দেখা যায়, থাইল্যান্ডে এখন ৫ শতাংশ ভাঙা চালের মেট্রিক টনপ্রতি দর ৩৮১ মার্কিন ডলার (এফওবি মূল্য, অর্থাৎ জাহাজ ভাড়া ছাড়া), যা এক বছর আগে ছিল ৬১৬ ডলার। এক বছরে দাম কমেছে ৩৮ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে চালের দাম কমে নাই বরং বেড়েছে। ঘাটতি মেটাতে কম দামে বাংলাদেশ গত জুন পর্যন্ত এক বছরে ১৪ লাখ টন চাল আমদানি করেছে। তারপরও দাম কমে নাই। টিসিবির তথ্য অনুযায়ী মে মাসের শেষ দিকে বাজারে মোটা চালের দাম ছিল ৫২-৫৫ টাকা কেজি, যা এখন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ মূল্যস্ফীতি নাটকীয়ভাবে কমাতে পারলেও বাংলাদেশ চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ২০২২ সালে দেউলিয়া হওয়া শ্রীলঙ্কায় মূল্যস্ফীতি এখন ঋণাত্মক, অর্থাৎ সেখানে পণ্যের দাম আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কম। অর্থনৈতিক সংকটে পড়া পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালে ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছিল, যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতে মূল্যস্ফীতি ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ, নেপালে তা ২ দশমিক ৭২। এর বিপরীতে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি গত জুলাই মাসে ছিল সাড়ে ৮ শতাংশের বেশি। মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় বিপর্যস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমজীবীদের জীবন। অথচ এরাই দেশের উৎপাদনের মূল কারিগর। আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় করতে না পেরে হাঁসফাঁস করছে তাঁরা।

কয়েকটি আত্মহত্যার খবর লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কুমিল্লার বুড়িচংয়ে, নিজ ঘর থেকে মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ ধারণা করছে, অভাব-অনটন, ঋণের চাপ আর দীর্ঘদিনের অসুস্থতার জেরে ওই মা তার মেয়েকে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মারা যাওয়া নারীর নাম নমিতা রানী পাল (৪২) ও তার মেয়ে তন্বী রানী পাল (১৮)। রাজশাহীর মোহনপুরে আকবর হোসেন (৫০) নামের এক কৃষকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিজের পানবরজ থেকে তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবার জানিয়েছে, এনজিও এবং স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে সুদে নেওয়া প্রায় সাত লাখ টাকার ঋণ পরিশোধের কোনো পথ না দেখে, আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন তিনি। রাজশাহী পবায় ঋণের দায়ে এবং খাওয়ার অভাবে দুই সন্তানসহ স্ত্রীকে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন এক ব্যক্তি। মিনারুল ইসলাম আত্মহত্যার আগে হত্যা করেছে তার স্ত্রী মনিরা বেগম, শিশু সন্তান মিথিলা খাতুন ও মাহিমকে। এ সময় একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। এতে মিনারুল লিখেছেন, 'আমি নিজ হাতে সবাইকে মারলাম। এই কারণে যে, আমি যদি মরে যাই, তাহলে আমার ছেলেমেয়ে কার আশায় বেঁচে থাকবে। কষ্ট আর দুঃখ ছাড়া কিছুই পাবে না। আমরা মরে গেলাম ঋণের দায় আর খাওয়ার অভাবে।'

দারিদ্র্য বাড়ছে, এ হিসাব উঠে এসেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক গবেষণায়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় করা 'ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫' শীর্ষক এ গবেষণায় বলা হয়, গত মে মাসে এসে দেশের দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশে, যা ২০২২ সালে ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। পিপিআরসি বলছে, দরিদ্রের বাইরে এখন দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার হঠাৎ দুর্যোগে যেকোনো সময় দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তিন বছরে অতি বা চরম দারিদ্র্যের হারও বেড়েছে। ২০২২ সালের অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে। মাথাপিছু আয় বাড়লেও দেশে দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র দুটোই বাড়ছে। দেশের ২৮ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। ২০২২ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। তখন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লাখ।

জনসংখ্যার হিসাব বিবেচনায় আনলে দেশে এখন কমপক্ষে পৌনে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য প্রকট ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। দারিদ্র্য পরিমাপ করার ভিত্তি কি? খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় ধরে দারিদ্র্য পরিমাপ করে বিবিএস। একজন মানুষের দৈনিক গড়ে ২ হাজার ১২২ ক্যালরি খাদ্যগুণসম্পন্ন খাবার কিনতে এবং খাদ্যবহির্ভূত খরচ মেটাতে যত টাকা প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ আয় না থাকলে তাকে দরিদ্র হিসেবে ধরা হয়। জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছে এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আয় না বাড়লে, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়তেই থাকবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাবার, চিকিৎসা, বাসাভাড়া ও শিক্ষা এমন প্রতিটি খাতেই ব্যয় লাগামহীনভাবে বাড়ছে। ফলে শুধু খেটে খাওয়া শ্রমজীবিরাই শুধু দরিদ্র নয়, মধ্যবিত্তরাও আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে পারছেন না। সাধারণ মানুষের আয় কমে যাওয়া এবং ব্যয় বেড়ে যাওয়া এই দুই আঘাতে বাড়ছে দারিদ্র্য। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আঘাত, দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। দুর্নীতি আর সরকারের উদাসীনতা ও দায়হীনতা, এই সংকটকে তীব্র করে তুলছে। মূল কারণ পুঁজিবাদী শোষণ বহাল রেখে পৃথিবীর কোথাও দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা যায়নি। বাংলাদেশের মানুষকেও তাই পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার লড়াই শক্তিশালী করতে হবে।

ছাত্র ফ্রন্ট তিতুমির কলেজ কমিটি গঠিত

১১ পৃষ্ঠার পর

সোচ্চার ছিলেন। তার সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের প্রেরণার উৎস।

কবি নজরুল ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য উজ্জ্বল প্রতিভা। সাহিত্যের সকল শাখার তার বিচরণ ছিল। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি কবিতা বা গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, তা বিস্তৃত ছিল উপন্যাস-গল্প, নাটক-প্রবন্ধ এবং সাংবাদিকতায়। তিনি ছিলেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, বিশ্বাস করতেন সাম্যবাদী দর্শনে এবং মানবতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রেরণা। উদার-অসাম্প্রদায়িক, হিন্দু-মুসলমানে তিনি কোনো ভেদ করেননি। রেনেসাঁসের যুগের ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীমুক্তি, ধর্মীয় সংস্কার প্রভৃতি বিপ্লবাত্মক চিন্তার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতার প্রাচীরকে ভেঙে।

সভায় নেতৃবৃন্দ ২০১৭ সালে সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি বাতিল করে ঢাকার প্রধান সাতটি কলেজকে অগণতান্ত্রিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা থেকেই সমস্যা শুরু হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মহল প্রতিবাদ করে এবং শিক্ষার্থীরা আন্দোলন গড়ে তোলেন, কিন্তু সরকার তাদের কথা না শুনে একক সিদ্ধান্তে কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক পর্যায়ে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী সিদ্দিকুর রহমান চোখ হারান কিন্তু সংকট দূর হয়নি।

গণ অভ্যুত্থানের পরে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি থেকে মুক্তি, স্বতন্ত্র কাঠামো গঠন এবং প্রশাসনিক সংকট নিয়ে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে অন্তর্বর্তী সরকার সাতটি কলেজকে নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের আশ্বাস দেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়ও আসন কমানো হয়েছে, ভর্তি ফি বাড়ানো হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ফর্ম ফিলাপে নামে বেনামে অতিরিক্ত ফি ধার্য করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৫৩ বছর যারা দেশ শাসন করেছে তারা শিক্ষাকে একটি বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। এখন যার টাকা আছে সে শিক্ষা পাবে যার টাকা নাই সে শিক্ষা পাবে না। অন্য দিকে শিক্ষা উপকরণের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। মানুষের আয় বাড়ছে না তাই দারিদ্র্যের হারও বাড়ছে। ২০২৫ সালের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে প্রায় ২২.১% মানুষ এখনও নিরক্ষর।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজিবাদের উপযোগী কেরানি তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে, অথচ শিক্ষাখাতে বাজেটে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমছে। তিতুমীর কলেজসহ অন্যান্য কলেজের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষক, ক্লাসরুম, ল্যাবের সংকট রয়েছে। অনেক বিভাগে মাস্টার্স করার সুযোগ নেই এবং আবাসন ও পরিবহন সংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

নেতৃবৃন্দ আগামী দিনে ছাত্র ফ্রন্টের নব নির্বাচিত কমিটিকে শিক্ষার সকল সংকট নিয়ে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে ছাত্র-গণ আন্দোলন গড়ে তোলার এবং পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, বৈষম্যহীন ও একইধারার গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনাসভার শেষে ঢাকা নগরের সাংগঠনিক সম্পাদক ইনজা মাম নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের পরিচিতি করিয়ে দেন। কমিটির আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন ইয়াসির আরাফাত ও সোহেল রানা।

ছাত্র ফ্রন্ট বগুড়া জেলা কমিটি গঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বগুড়া জেলার উদ্যোগে ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার ১৫তম কাউন্সিলে নব নির্বাচিত কমিটির পরিচিতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়ম।

জেলা শাখার নবনির্বাচিত ১১ সদস্যের কমিটির সদস্যরা হলেন : সভাপতি–নিয়তি সরকার নিতু, সহসভাপতি–ঐশ্বর্য্য মৈত্র অর্ক, সাধারণ সম্পাদক–রিদম গোস্বামী বিভো, সাংগঠনিক সম্পাদক–মিষ্টি রায়, দপ্তর সম্পাদক–শামীম হাসান, অর্থ সম্পাদক–সোহেল রানা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক–রিতু খাতুন, পাঠাগার সম্পাদক–আল সিয়াম, স্কুলবিষয়ক সম্পাদক–আজিজুল ইসলাম, সদস্য–নীরব ও আতিকা আক্তার।

ছাত্র ফ্রন্ট ফরিদপুর জেলা কমিটি গঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ফরিদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে কর্মীসভা ২৪ জুলাই আলীপুরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্যসচিব কৌশিক অধিকারীর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টু, ফরিদপুর অঞ্চল কমিটির আহ্বায়ক মোশায়েদ হোসেন ঢালি, সদস্য সজল বাড়ৈ, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভসহ নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা শেষে কাউন্সিলে নির্বাচিত ছাত্র ফ্রন্টের নবগঠিত জেলা কমিটি পরিচয় করিয়ে দেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। কাউন্সিলে কৌশিক অধিকারীকে সভাপতি, কে এম আবদুল্লাহ আবিদকে সহসভাপতি, মো. জামিল রাফিকে সাধারণ সম্পাদক, আল-আমীন হোসাইনকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মিফতি ইসলামকে অর্থ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের কমিটি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল স্মরণে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ভারতবাসীর হৃদয় রক্তাক্ত করা হয়েছে। এ অবস্থায় আমি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি রাখতে পারি না। এই উপাধি এখন আর গৌরবের নয়, এটি আমাদের জাতীয় দুঃখের সঙ্গে অসঙ্গত ও অসম্মানজনক। তাই আমি বিনীতভাবে এই উপাধি ফিরিয়ে দিচ্ছি।' তিনি ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেও রাজপথে নেমেছিলেন।

কবি নজরুল ব্রিটিশ অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুই মনীষীই লড়াই করেছিলেন। কিন্তু আজও আমরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাইনি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ডিপি ওয়ার্ল্ডকে চট্টগ্রামের নিউমুরিং টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া, স্টারলিং এর সাথে চুক্তি, রাখাইনে মানবিক করিডোর দেওয়াসহ নানামুখী জাতীয় স্বার্থ বিরোধী অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, বাংলা সাহিত্যের এ দুই মনীষী অসাম্প্রদায়িকতার জয়গান গেয়েছিলেন। অথচ আজকে আমরা দেখি, একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ গোষ্ঠী মাজারে হামলা-ভাঙচুর, ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীদের উপর হামলা, নারীদের উপর আক্রমণ বাউলদের উপর হামলা, সাংস্কৃতিক আয়োজনে বাধাসহ মব সন্ত্রাসের মতো ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এই অপশক্তি '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে '৪৭ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ হলো জনযুদ্ধ, এটি আমাদের ভিত্তি। মুক্তিযুদ্ধে সাম্যের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত না হওয়ায় শোষণমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একবার '৯০-এ এবং এবার '২৪ এর গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। সুতরাং '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

আলোচনাসভার শুরুতে ও শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীরা গণসংগীত ও লালন সংগীত পরিবেশন করেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার অংশগ্রহণ ও বর্তমান বাস্তবতা–শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখা

জুলাই গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে 'জুলাই গণ অভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার অংশগ্রহণ ও বর্তমান বাস্তবতা' শীর্ষক আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণী ২ আগস্ট ২০২৫ মাগুরা রেডিয়েন্ট স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার সমন্বয়ক প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সংগঠক লাবনী সুলতানা। আলোচনা সভার শুরুতে মাইলস্টোন স্কুলে বিমান দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনাসভা শেষে রচনা লেখা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফল প্রাপ্ত ২৫ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাসদ নেতা আবু জাফর, প্রণব জ্যোতি পাল রিকশা শ্রমিক রনি ও সৈকতের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে সিলেট জেলা বাসদ আহ্বায়ক কমরেড আবু জাফর ও সদস্যসচিব কমরেড প্রণব জ্যোতি পালসহ গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবি করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যাটারি রিকশা ও ইজি বাইক সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। তার অংশ হিসেবে সিলেটে রিকশা শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে বিনা উসকানিতে কমরেড আবু জাফর, সংগ্রাম পরিষদ জেলার আহ্বায়ক কমকেড প্রণব জ্যোতি পাল, রিকশা শ্রমিক রনি ও সৈকতকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হয়রানিমূলক পুরোনো মামলায় সকলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে সকল নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

ছাত্র ফ্রন্ট তিতুমির কলেজ কমিটি গঠিত

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট তিতুমীর কলেজ শাখার উদ্যোগে ২৭ আগস্ট কলেজ ক্যাম্পাসে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত। তিতুমীর কলেজ শাখার সংগঠক ইয়াসির আরাফাতের সভাপতিত্বে এবং সোহেল রানার সঞ্চালনায় আলোচনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, ঢাকা নগরের সাংগঠনিক সম্পাদক ইনজা মাম, বনানী থানার সভাপতি মোহাম্মদ আলী তুষার প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ নজরুলের মহৎ সৃষ্টি কর্মের উপর আলোচনা করে বলেন, নজরুল সারা জীবন সব ধরনের অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য প্রণীত স্থানীয় সরকার আইন (৪৫ নং অধ্যাদেশ) বাতিল কর

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ী ও গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য প্রণীত স্থানীয় সরকার আইন (সিটি কর্পোরেশন আইন) ৪৫ নং অধ্যাদেশ বাতিল ও ব্যাটারিচালিত রিকশা (ই-রিকশা) নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে ৩ সেপ্টেম্বর '২৫ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নির্বাহী সদস্য কোহিনুর আক্তার কনা, এস এম কাদির, হাসনাত কবির, আফজাল হোসেন, দাউদ আলী মামুন, জালাল আহমেদ, আখতার হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

শ্রমিকদের জীবিকা ও সড়কে শৃঙ্খলার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশে চলমান ৫০ লাখ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের BRTA কর্তৃক নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স-প্রশিক্ষণ, রুট পারমিট, সড়ক মহাসড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে স্বল্পগতির লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক লেন–(সার্ভিস রোড) নির্মাণসহ ৮ দফা দাবিতে ঢাকাসহ সারাদেশে গত ১২ বছর ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। একইসাথে ব্যাটারিচালিত যানবাহন নিষিদ্ধ করার সরকারের নির্বাহী সিদ্ধান্ত বাতিল ও একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে বারবার ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচল বন্ধ করার আদেশ পুনঃবিবেচনা করার দাবিতে রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি আইনগত লড়াই পরিচালনা করেছি। যার ফলে, ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মহাসড়ক ব্যতিত সকল সড়কে ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচলের রায় প্রদান করেছিলেন।

ব্যাটারিচালিত–ইলেকট্রিক যানবাহনের জন্য নীতিমালা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা ও এত নীতিমালা কেন? এটা কী এই সেক্টরের উন্নয়নের স্বার্থে না ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে। যে কোন মোটরযান বা যান্ত্রিকযানের নিবন্ধন বা লাইসেন্স দেওয়ার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হচ্ছে BRTA কিন্তু কেন কোনো সক্ষমতা বা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সিটি কর্পোরেশনকে এই দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে? সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার আইনে ব্যাটারিচালিত যানবাহন বা এই ধরনের গাড়ির নিবন্ধন ও লাইসেন্স দেওয়ার অনুমতি না থাকলেও আইন সংশোধন করা কেন?

এই বিষয়গুলো জাতির কাছে স্পষ্ট হওয়া জরুরি। BRTA ব্যাটারিচালিত যানবাহনকে একটি নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ইতিপূর্বে ২০১৯, ২০২২ ও ২০২৪ সালে ২টি খসড়া নীতিমালা প্রকাশিত করেছিল। এর মধ্যে একটি নীতিমালা কার্যকর হয়েছে, আর একটি অপেক্ষায় আছে। আমরা বারবার কেন্দ্রীয় ও দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করে সেগুলি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। সর্বশেষ ২০২৫ সালে আবার নতুন করে 'বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৫' প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই নীতিমালার উপর সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা গত ২০ আগস্ট ২০২৫ অনেকগুলি সংশোধনী, সংযোজনী ও সুপারিশ BRTA চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপির মাধ্যমে পেশ করেছি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২০২৫ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ এর ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে কোনো রকম কাঠামোগত প্রস্তুতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সাথে কোন সমন্বয় ছাড়া, দুটি খসড়া নীতিমালা থাকার পরেও এবং কোন অংশীজনদের সাথে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই ব্যাটারিচালিত রিকশার নিবন্ধন, নীতিমালা নির্ধারণসহ এবিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতা সিটি কর্পোরেশনের হাতে সমর্পণ করে একটি শ্রমিক স্বার্থ ও গণস্বার্থবিরোধী অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। কেন আমরা এই অধ্যাদেশকে শ্রমিকস্বার্থ ও গণস্বার্থবিরোধী অধ্যাদেশ বলছি তার স্বপক্ষে আমাদের যুক্তিসংগত কারণ আছে যা আমরা তুলে ধরছি :

প্রথমত, এই অধ্যাদেশ মোতাবেক স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইনের ধারা–২ এর ৪৮–এর ক অংশে এবং তৃতীয় তফসিলের ১৯.২ ধারায় ব্যাটারিচালিত তিন চাকার যানবাহনগুলিকে শ্লথ গতির যান (যাদের গতি ঘণ্টায় ৩০ কি.মি-এর উপরে যায় না) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ বিদ্যমান ব্যাটারিচালিত এই রিকশা-ইজিবাইকগুলি এর চাইতেও বেশি গতিতে চলতে পারে। এই ধরনের যানবাহনের লাইসেন্স এবং চালকদের লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়া সাধারণ প্যাডেল চালিত রিকশা বা ঠেলাগাড়ির মতো নয়। কোনো সিটি করপোরেশন পায়েচালিত যানবাহনের বাইরে কোনো ধরনের যান্ত্রিক যানবাহন বা এর চালককে লাইসেন্স দেওয়ার কাঠামোগত সক্ষমতা রাখে না। যেসমস্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব সেই ধরনের প্রযুক্তিতে দক্ষ কোনো জনবল কোনো সিটি করপোরেশনের অর্গ্যানোগ্রামে নেই। ফলে কোনো কাঠামোগত প্রস্তুতি ব্যতীত এই ধরনের উচ্চগতির যানকে শ্লথ গতির যান হিসেবে চালিয়ে দিয়ে এগুলির নিয়ন্ত্রণ সিটি করপোরেশনের হাতে তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে সিটি করপোরেশনের কিছু আয় উপার্জন বাড়বে, কিন্তু এই যানবাহনের গুণগত মান, সড়ক ব্যবস্থাপনা ও চালকের দক্ষতা উন্নত না করা গেলে এগুলি চলাচলের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা কমবে না। ফলে এক্ষেত্রে যাত্রী বা চালক কেউই উপকৃত হবেন না।

দ্বিতীয়ত, এই অধ্যাদেশ মোতাবেক ৫ম তফসিলে ৬০(ক) ধারায় অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে লাইসেন্স-নিবন্ধন ব্যতীত ই-রিকশা চালানো, অনুমোদিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো, অননুমোদিত ব্যাটারি ব্যবহার, মটর বা কাঠামো পরিবর্তন, দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদিকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আমরা জানতে চাই যে, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য কোন মোটর বা ব্যাটারি উপযুক্ত, কোন কাঠামো সঠিক কাঠামো তা নির্ধারণ করার জন্য সিটি করপোরেশনের এখতিয়ার বা সক্ষমতা আছে কি? বা এই লক্ষ লক্ষ যানবাহনের গতি মাপার জন্য বা প্রতিনিয়ত এদের কাঠামো চেক করার জন্য দক্ষতা ও পর্যাপ্ত জনবল কি সিটি করপোরেশনগুলির আছে? এরকম একটি বিশাল সেক্টরের দায়িত্ব নিতে গেলে যে অবকাঠামোগত সংস্কার ও বরাদ্দ প্রয়োজন, সেগুলি প্রস্তুত না করে এমন একটি ভিত্তিহীন নীতিমালা দিয়ে কোন অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, এই অধ্যাদেশ মোতাবেক ১৯(ক) ধারায় যেখানে সিটি করপোরেশনের কর আরোপের বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতার কথা বলা আছে, সেই ধারায় যুক্ত করা হয়েছে যে- সিটি করপোরেশনগুলি এখন থেকে ই-রিকশার নকশা ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, শ্লথগতির যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, ই-রিকশায় ব্যবহৃত ব্যাটারি রিচার্জকরণ, ই-রিকশায় ব্যবহৃত ব্যাটারি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে বিনষ্ট বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা ইত্যাদি কাজ করবে। ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিরাপদ ও বাস্তবসম্মত ডিজাইন, রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, লাইসেন্সিং পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসহ যাবতীয় বিধিমালা প্রনয়ন করার জন্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ 'বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৫' নামক একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সেই ধরনের ডিজাইন বা নীতিমালা প্রণয়নের কোনো প্রকৌশলগত দক্ষ জনশক্তি না থাকার পরেও এই অধ্যাদেশে এরকম বিধিমালা তৈরি করার দায়িত্ব সিটি করপোরেশকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের উচ্চগতির যান্ত্রিক যানবাহনকে নিরাপদ যানে পরিণত করতে চাইলে এগুলির নিয়ন্ত্রণ BRTA ব্যতীত আর কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি না।

এই অধ্যাদেশের বাইরেও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এই ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রক্রিয়া সিটি করপোরেশনগুলির হাতে হস্তান্তর করার জন্য একটি বিধিমালাও প্রস্তুত করছে যার খসড়া কপি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এই প্রস্তাবিত বিধিমালায় আমরা বেশ কিছু উদ্বেগজনক বিষয় লক্ষ্য করেছি যেগুলি হল :

◆ এই বিধিমালায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য ডিজাইন গাইডলাইন প্রণয়ন করবে, নকশা-ডিজাইন-মান নিয়ন্ত্রণ করবে যার জন্য ন্যূনতম আয়োজন এই মন্ত্রণালয়ে নাই।

◆ এই বিধিমালায় চালকের প্রশিক্ষণ নিতে হবে সিটি করপোরেশন নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বাধ্যতামূলক বিমা সনদ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এই লাইসেন্স পাবার জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জিম্মি হয়ে যাবে।

◆ এই বিধিমালায় দুই জন যাত্রী বহনকারি ই-রিকশার অনুমোদন দেয়ার কথা বলা আছে কিন্তু ৬ জন যাত্রী বহনে সক্ষম ইজিবাইকের বিষয়ে এখানে কোন বার্তা নাই।

◆ দুর্ঘটনার পর কোন কারণে ড্রাইভার পালিয়ে গেলে ড্রাইভারের লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে বলে বিধিমালায় উল্লেখিত আছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে শুধু শ্রমিকের উপর একপাক্ষিক দায় চাপানোর এই ধারা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

◆এই বিধিমালায় নতুন ডিজাইনের ই-রিকশার অনুমোদনের কথা বলা আছে কিন্তু বিদ্যমান ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য কোন রিপ্লেসমেন্ট টাইম বা কোন মোডিফিকেশন করার কথা বলা হয়নি। এই ব্যাটারিচালিত যানবাহন তৈরি করতে অনুমোদন লাগবে কিনা সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

◆ এই বিধিমালায় লক্ষাধিক ব্যাটারিচালিত যানবাহনকে লাইসেন্স দিতে যে বিপুল পরিমাণ দক্ষ জনশক্তি ও অবকাঠামো প্রয়োজন, তা বাস্তবায়নে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক টেকনিকাল কাজ করার জন্য এধরনের অনিয়মিত নিয়োগ দিলে আউটসোর্সিং কোম্পানি লাভবান হতে পারে, কিন্তু সেবাগ্রহীতা ও সেবার মান উভয়ই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

◆এই বিধিমালার কোথাও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে যুক্ত করার কথা আলোচনা হয়নি। এর মানে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে পাশ কাটিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। একটি আমলানির্ভর সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে কাজ পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। পরিশেষে আমরা বলতে চাই, ব্যাটারিচালিত যানবাহন শুধু সিটি কর্পোরেশনে চলে না। সকল জেলা-উপজেলা, পৌরসভা-ইউনিয়ন পর্যায়ে এই ব্যাটারিচালিত যানবাহন আজ বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম প্রধান যানবাহন, ৬০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যম। এক ব্যাটারিচালিত যানবাহন নিয়ে এত নীতিমালা করার উদ্দেশ্য কি? কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্যই কি সকল শ্রমিক সংগঠন, অংশীজনদের অন্ধকারে রেখে তড়িঘড়ি করে এই বিধিমালা করা হচ্ছে? বেসরকারি প্রশিক্ষণ, বেসরকারি বিমা বাধ্যতামূলক করে শ্রমিক ভোগান্তি সহ্য করে অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স নেবে, আবার অন্যের দোষে দুর্ঘটনা হলে সেই লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল হবে-এমন বৈষম্যমূলক নীতিমালা চালকের জন্য কল্যাণকর নয়। আবার কোনরকম দক্ষ জনশক্তি-কাঠামো না থাকার পরেও এসব উচ্চগতির ব্যাটারিচালিত যানকে সিটি করপোরেশনগুলি নিবন্ধন দিলে তা দিয়ে যাত্রীদের ঝুঁকিও কমবে না।

ব্যাটারিচালিত রিকশা (ই-রিকশার)-র নিবন্ধনের জন্য ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তর সিটি করপোরেশন এর প্রশাসক এই নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করলেন। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে রিকশা চালকেরা নিজেদের নাম নিবন্ধন করতে গিয়ে একদল তথাকথিত মালিক সিন্ডিকেটের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, অবৈধ চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছেন, নাম জমা দিতে পারে নাই।

ফলে আমাদের দাবি–

◆ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেয়ার জন্য ও ব্যাটারিচালিত যানবাহনের সাথে যুক্ত ৬০ লাখ মানুষকে জিম্মি করার জন্য স্থানীয় সরকার আইন (সিটি কর্পোরেশন আইন) সংশোধনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ, ২০২৫ গ্রহনযোগ্য না। এটা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

◆নীতিমালা চূড়ান্ত না করে ব্যাটারিচালিত রিকশার(ই-রিকশা) নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ ও প্রতিটি ওয়ার্ডে নিবন্ধনে সাথে যুক্ত তথাকথিত মালিক/ সিটি কর্পোরেশন এর সিন্ডিকেট সদস্য এবং তাদের চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।

◆চলমান ৩টি নীতিমালার ইতিবাচক দিক ও সংগ্রাম পরিষদের প্রস্তাবনা বিবেচনায় নিয়ে একটি অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালা চূড়ান্ত করে বিআরটিএর অধীনে ঢাকাসহ সারাদেশে ব্যাটারিচালিত/ ইলেকট্রিক যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, রুট পারমিট প্রদান করতে হবে।

◆সারাদেশে বর্তমানে দেশীয় প্রতিষ্ঠানে ও প্রযুক্তিতে তৈরিকৃত ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক, পাখিসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের সরকার অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী সংশোধন বা মোডিফাইড (পরিবর্তন) করার জন্য অন্তত ২ বছর সময় দিতে হবে।

◆ নীতিমালার নামে ব্যাটারিচালিত-ইলেকট্রিক যানবাহন উৎপাদন, বিপননে একচেটিয়া ও সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেয়া যাবে না। গাড়ির মান ও দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বর্তমান স্থানীয় উৎপাদককে বিআরটিএ বা সরকার অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ব্যাটারিচালিত যানবাহন উৎপাদন ও বিপননের অনুমতি প্রদান এবং মেকানিকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

◆ সড়কের শৃঙ্খলার জন্য প্রতিটি সড়ক মহাসড়কে স্বল্প গতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক লেন-সার্ভিস লেন নির্মাণ, চালকসহ সংশ্লিষ্টদের ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কর।

◆ সকল চালকদের রেজিস্ট্রেশন দাও, দুর্ঘটনার জন্য ঢালাওভাবে দায়ী করা চলবে না। দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লিখিত দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল এবং ২৭ সেপ্টেম্বর দেশের সকল বিভাগীয় শহর-জেলাসমূহে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও রূপরেখা এবং শ্রমিক সংগঠনের করণীয়

নবম পৃষ্ঠার পর

মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠনের কথা বলেছে। খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে স্থায়ী কমিশনের অধীন এক বা একাধিক কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট গড় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করার কথা বলেছে কমিশন।

সময়মতো মজুরি না পেয়ে শ্রমিকদের রাস্তায় নামা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য কমিশন একটি বাধ্যতামূলক আপৎকালীন তহবিল গঠনের সুপারিশ করেছে। এই তহবিলে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের দুই মাসের সমপরিমাণ মজুরি জমা রাখবে। তহবিলটি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, সরকার ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকদের সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে মজুরি পরিশোধের তথ্য পরিদর্শন অধিদপ্তরে জমা দিতে হবে।

৩. সংগঠনের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন : শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ও যৌথ দর-কষাকষির অধিকার সম্প্রসারণ, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সহজীকরণ করতে হবে।

শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং সম্মিলিত দর-কষাকষির ক্ষেত্রে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা সহজ করার সুপারিশ করেছে কমিশন। এ জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মোট শ্রমিকের অনুপাতের শর্তের পরিবর্তে ন্যূনতম শ্রমিকসংখ্যা বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এই সংখ্যা নির্ধারণের জন্য কমিশন একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছে।

প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ সদস্যের শর্তের বদলে ন্যূনতম ৫০ জন এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে অঞ্চলভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ন্যূনতম ৫০ জন ও জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ৪০০ জনের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোকেও (ইপিজেড) অভিন্ন শ্রম আইনের আওতায় আনার সুপারিশ করেছে।

৪. নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও ক্ষতিপূরণ : ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে সুরক্ষা সরঞ্জাম ও ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত করা। কমিশন কাজের পরিবেশ নিরাপদ করার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে, যেমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে সুরক্ষা ও ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত, কর্মস্থলে সেফটি কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা, শ্রম পরিদর্শনে সেক্টরভিত্তিক চেকলিস্ট প্রণয়ন ও হালনাগাদ এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটলে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন ও বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রতি তিন বা ছয় মাস অন্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

বর্তমানে শ্রম আইন অনুসারে, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মাত্র দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, যা একেবারেই অপ্রতুল। কমিশন তাই ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করে সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করেছে। এ জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করার কথা বলেছে। এ ছাড়া শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নিতে বলেছে কমিশন।

কমিশন জাতীয় পেনশন স্কিমের অধীন শ্রমিকবান্ধব পেনশন স্কিম চালু করার সুপারিশ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে পেনশন স্কিমে অংশ নিতে উৎসাহিত করতে হবে। অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য আয় অনুসারে কন্ট্রিবিউটরি, নন-কন্ট্রিবিউটরি বা ভলান্টারি পেনশন স্কিম চালু করতে হবে। প্রান্তিক শ্রমিকদের পেনশনের চাঁদা সরকার ও নিয়োগকারী যৌথভাবে বহন করবে। সেই সঙ্গে শিল্পাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকায় শ্রমিকদের জন্য কার্ডভিত্তিক রেশন দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা, পেনশন ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা :

এ ছাড়া কমিশন শিল্পাঞ্চলগুলোয় শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র, স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যানটিন, সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিল্পাঞ্চলে হাসপাতাল স্থাপন, শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড চালু, শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় হাসপাতালে বিনা মূল্যে সন্ধ্যাকালীন সেবার ব্যবস্থা, সরকারি স্কুল, বিনোদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

একটি জাতীয় পেনশন স্কিম চালু করা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য প্রণোদনাভিত্তিক পেনশন স্কিম। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য আয়ভেদে কন্ট্রিবিউটরি, নন-কন্ট্রিবিউটরি ও স্বেচ্ছাসেবী পেনশন স্কিম চালু। প্রান্তিক শ্রমিকদের পেনশন চাঁদা সরকার ও নিয়োগকারী যৌথভাবে বহন করবে।

শিল্পাঞ্চল ও গ্রামে শ্রমিকদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কার্ডভিত্তিক রেশনিং ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ রাখা হয়েছে।

শ্রমিকদের জন্য শ্রমজীবী হাসপাতাল স্থাপন ও শ্রমিক স্বাস্থ্য সেবা চালু করতে হবে। সরকারি স্কুল ও বিনোদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

৭. বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিশ : পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কৃষি শ্রমিক, চা-শ্রমিক, চাতাল শ্রমিক, নারী শ্রমিক, ট্যানারি শ্রমিক, বন্দর ও জাহাজভাঙা শ্রমিক, পাথরভাঙা শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, হকার, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মী, অভিবাসী শ্রমিকসহ শ্রমিকদের জন্য শ্রম সংস্কার কমিশন বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট কতগুলো সুপারিশ করেছে।

এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো সুপারিশ হলো পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য স্থায়ী চাকরি ও 'পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবাসিক এলাকা' স্থাপন, কৃষিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য মৌসুমি কর্মহীনতা মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, চা-শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা, চাতালশ্রমিকদের ঋণচক্র থেকে মুক্ত করতে সরকারি সহায়তা, রাত্রিকালীন কাজের জন্য নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান ও নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে পরিবহন নিশ্চিত করা, ট্যানারি শিল্পে স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক ঝুঁকি বিবেচনায় বিশেষ প্রশিক্ষিত শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ।

এছাড়া বন্দরশ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী করা ও ঝুঁকি ভাতা প্রদান, জাহাজভাঙা শিল্পকে নিরাপদ করা, ইয়ার্ডভিত্তিক সেফটি কমিটি ও এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন, পাথরভাঙা শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পাথরভাঙা সাইটগুলোর তদারকি বৃদ্ধি, পরিবহনশ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, দোকান কর্মচারীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে আশপাশে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা, হকারদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান, রাইড শেয়ারিং, গিগ, প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের শ্রম অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ মজুরিকাঠামো নির্ধারণ ও কোম্পানিগুলোর কমিশন যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা, অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য দূতাবাসে পর্যাপ্ত জনবল ও বাজেটের ব্যবস্থা করা, অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও সমস্যাগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম গঠিত শ্রম কমিশন যে সুপারিশ দিয়েছে তার কী মূল্য থাকবে যদি তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া না হয়! অনেক ভালো কথা, ভালো আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু হতে দেখা গেছে বাংলাদেশে। এবারও সেটাই ঘটবে যদি শ্রমিকদের আন্দোলন না থাকে। আমরা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাই আহবান জানাই, আসুন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি। শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্য থেকে এই মুহূর্তে কার্যকর করা, মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়ন করা ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন করার মত বিষয়গুলো চিহ্নিত করে আন্দোলনের সুচনা করি। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ভবিষ্যৎ আন্দোলনে সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রমিক সংগঠনসমূহের করণীয় :

স্বাধীনতার পর এই প্রথম গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের এই যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল সুপারিশমালার কোন মূল্য থাকবে না, যদি তা বাস্তবায়নের জন্য জোরালো উদ্যোগ ও চাপ না তৈরি হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক ভালো সুপারিশ ও আইন কাগজে-কলমেই থেকে গেছে। এই সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি জোরালো ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদেরকে কমিশনের সুপারিশগুলো সতর্ক বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আন্দোলনের বিষয়বস্তু ঠিক করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা সকল শ্রমিক সংগঠন, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও সচেতন নাগরিক সমাজকে এই আহ্বান জানাই যে, আসুন আমরা শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে এই সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন আদায়ের জন্য একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী জোট গড়ে তুলি। আজকের এই মতবিনিময় সভায় আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ আমাদের এই যৌথ আন্দোলনকে দিকনির্দেশনা ও শক্তি দেবে বলে আমরা আশা করি।

বগুড়া

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ আগস্ট সংগঠনের জেলা সভাপতি সাইফুজ্জামান টুটুলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শ্যামল বর্মন এর সঞ্চালনায় বগুড়া জেলা পরিষদ মিলনায়তনে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ-রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় বিষয়ে মতবিনিময়সভা আনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক নবকুমার কর্মকার, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র জেলা সভাপতি ফজলু রহমান, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট জেলা সভাপতি মাসুদ পারভেজ, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের জেলা সভাপতি বাবু সন্তোষ সিং, নটোর জেলা প্রতিনিধি দেবাশীষ রায়, নওগাঁ জেলা প্রতিনিধি কালিপদ রায়, জয়পুরহাট জেলা প্রতিনিধি সামিউল বাবু প্রমুখ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ জয়পুরহাট জেলা আহ্বায়ক অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন জেলা সভাপতি আব্দুল জলিল প্রমুখ।

রংপুর

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৩০ আগস্ট পাবলিক লাইব্রেরি হলরুমে 'শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা'-শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। সংগঠনের রংপুর মহানগর শাখার সভাপতি মমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সহসম্পাদক নবকুমার কর্মকার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল রংপুর বিভাগীয় কমিটির সদস্যসচিব জসিম উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল খালেক, কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন রংপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক মো. লাভলু মিয়া, কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি হামিদুল হক, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ গাইবান্ধা জেলা আহবায়ক আফরোজা আক্তার, ভূমিহীন সংগ্রাম পরিষদ রংপুরের হীরামনি আক্তার হাসি, কৃষি শ্রমিক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন শ্রমিক ফ্রন্ট রংপুর মহানগর সংগঠক মিজানুর রহমান।

পাঠ্যসূচি থেকে ডারউইনের তত্ত্ব বাদ দিতে আইনি নোটিশ দেয়ার প্রতিবাদ

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি থেকে 'জৈব বিবর্তন' তত্ত্ব বাদ দিতে অনুরোধ জানিয়ে আইনি নোটিশ পাঠানোর নিন্দা জানিয়েছে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ। মঞ্চের প্রধান সংগঠক জনার্দন দত্ত নান্টু ১৮ আগস্ট স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই আইনি নোটিশ বিজ্ঞানভিত্তিক মুক্তচিন্তা চর্চার পরিবেশ ধ্বংসের অশনিসংকেত। চার্লস ডারউইনের প্রজাতির বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গত দেড়শ বছরে সমগ্র জীববিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে, বহু অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হয়েছে। জৈববিবর্তন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসাবিজ্ঞান সাফল্যের সাথে বিকশিত হয়েছে। সুতরাং এই তত্ত্ব মাধ্যমিক স্তর থেকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক ও যথাযথ। কিন্তু আজ মৌলবাদী শক্তি জাতিকে কূপমণ্ডুকতায় নিমজ্জিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি থেকে বিবর্তন তত্ত্ব বাদ দিতে চায়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মৌলচেতনা বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মননের মানুষ গড়ে তোলার বিকল্প নেই। বিজ্ঞান মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়, সত্য অনুসন্ধান করার মানসিকতা গড়ে তোলো, প্রকৃত সত্যে উপনীত হতে বিজ্ঞানই একমাত্র উপায়। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমানীত বিষয়কে বিজ্ঞান পাঠ্যে থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

সুতরাং সমাজ প্রগতিবিরোধী এই ধরনের সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিরুদ্ধে সকল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সাদাপাথরসহ প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসের আয়োজন রুখে দাঁড়াও

পরিবেশের ভারসাম্য ও শ্রমজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ নীতিমালার আলোকে পাথর উত্তোলন নিশ্চিত কর

বাসদ সিলেট জেলা শাখা

সাদাপাথরসহ প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস ও লুটের আয়োজন রুখ; পরিবেশের ভারসাম্য ও শ্রমজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ নীতিমালার আলোকে পাথর উত্তোলনের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১৩ আগস্ট জেলা কোর্ট পয়েন্টে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ জেলা আহ্বায়ক আবু জাফরের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পালের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদের সাবেক আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আহ্বায়ক নাজিকুল ইসলাম রানা, এম এ ওয়াদুদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এর মুখলেছুর রহমান, মনজুর আহমদ, কবি মেঘনাদ, সংগ্রাম পরিষদের সৈকত আহমদ, আনোয়ার হোসেন, রণি আহমদ, মলয় চক্রবর্তী, প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সিলেটের ভোলাগঞ্জ, জাফলংসহ বিভিন্ন স্থানে সাদা পাথর একসময় প্রকৃতির অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করত। কিন্তু বর্তমানে এটি লুটেরাদের দ্বারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী চক্রের সমন্বয়ে গঠিত সিন্ডিকেট অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন ও লুটপাট চালিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও পরিবেশ আইন উপেক্ষা করে এই লুটপাট চলছে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সারা দেশে ৫১টি কোয়ারি (পাথর, বালু উত্তোলনের স্থান) রয়েছে, যার মধ্যে সিলেটের কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরে ৮টি কোয়ারি রয়েছে। এছাড়াও সাদাপাথর, জাফলং, বিছনাকান্দি ও উৎমাছড়ার মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলোতেও পাথর লুট হচ্ছে। গত এক বছরে সিলেটের কোয়ারিগুলো থেকে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার পাথর লুট হয়েছে বলে মানুষের ধারণা।

ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর এলাকার ৮০% পাথর ইতিমধ্যে লুট হয়ে গেছে। নদীর তলদেশে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে, পানি ঘোলা হয়ে গেছে, এবং পাথরশূন্য চরে পরিণত হয়েছে এলাকা। রাত-দিন নির্বিচারে পাথর উত্তোলন চলছে। বারকি নৌকা, এক্সক্যাভেটর ও বোমা মেশিন ব্যবহার করে পাথর তোলা হচ্ছে।

২০২৪ সালের আগে আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করে ব্যবসা করেছে এর পর সেগুলি দখন নেয় নতুন লুটেরা বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ সমমনা দলগুলো। হাজারো শ্রমিক কোদাল, বেলচা দিয়ে পাথর তুলে নৌকায় করে মিল মালিকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

ইজারা বাতিল কিন্তু লুট অব্যাহত রয়েছে। ২০২০ সালে পরিবেশের ক্ষতি বিবেচনায় কোয়ারি ইজারা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু লুটপাট বন্ধ হয়নি। এব্যাপারে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান জাফলং পরিদর্শনকালে বালু-পাথর ব্যবসায়ীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পাথর-বালি উত্তোলনের কারণে জলজ প্রাণীর প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হয়েছে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে; পর্যটন শিল্প ধ্বংস হয়েছে। ভোলাগঞ্জে পর্যটক সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমেছে। সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে, অবৈধ উত্তোলনে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পাথর লুটের সাথে জড়িত রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচার করতে হবে।

পাথর উত্তোলনে পরিবেশবান্ধব স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

সিলেটের পাথর লুট প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে এই লুটপাট বন্ধ হচ্ছে না। এখনই কঠোর পদক্ষেপ না নিলে ভোলাগঞ্জের সাদা পাথরের মতো অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ চিরতরে হারিয়ে যাবে। প্রাণ-প্রকৃতি পরিবেশ, অর্থনীতি ধ্বংস হবে।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মৌলভীবাজার

আজ ১৩ আগস্ট ২০২৫, বুধবার দুপুর ১টায় মৌলভীবাজার প্রেসক্লাব সম্মুখে ভোলাগঞ্জে অবৈধভাবে সাদা পাথর উত্তোলন এবং প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংসের প্রতিবাদে এবং জড়িতদের শাস্তির দাবিতে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মৌলভীবাজার জেলা শাখার প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চে জেলা সংগঠক রাজিব সূত্রধরের সভাপতিত্বে এবং জেলা সংগঠক হিরণ আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মাধুরি মজুমদার, মহিলা ফোরাম জেলা সংগঠক রেহনোমা রুবাইয়াৎ, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের বিশ্বজিৎ নন্দী এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা। সংহতি প্রকাশ করেন হাওর আন্দোলন মৌলভীবাজার এর সদস্য সচিব খছরু চৌধুরী, চারণ জেলা সংগঠক হৃদয় অধিকারী, মৌলভীবাজার জজ কোর্টের আইনজীবী আশুতোষ দে (অ্যাডভোকেট), সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় সদস্য বিপাশা দাশ গুপ্ত।

অবৈধভাবে সাদা পাথর উত্তোলন, প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংসের প্রতিবাদে এবং জড়িতদের শাস্তির দাবিতে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মৌলভীবাজার জেলা শাখার প্রতিবাদী মানববন্ধন

বাস মালিক সমিতির চাঁদাবাজি, নির্যাতন, হয়রানির বিরুদ্ধে রাজপথ অবরোধ

- বাস মালিক সমিতির লাঠিয়াল বাহিনীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ কর
- এলপিজি অটোরিকশা শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা এবং জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে কার্যকর ব্যবস্থা নাও
- এলপিজি অটোরিকশার স্ট্যান্ড মিশনগেট থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না
- থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের জন্য পার্শ্ব রাস্তা নির্মাণ কর
- বিকল্প রুট ছাড়া এলপিজি অটোরিকশা উচ্ছেদ করা যাবে না

থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান চালক সংগ্রাম পরিষদ

দিনাজপুর জেলা শাখা

১৮ আগস্ট ব্যাটারিচালিত যানবাহন থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান চালক সংগ্রাম পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১৮ আগস্ট জেলার ১০ মাইলে সড়কে অবস্থান-মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও খাদেমুল ইসলামের পরিচালনা সমাবেশে বক্তব্য দেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক কিবরিয়া হোসেন ও সদস্যসচিব জনক রায়।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বীরগঞ্জ উপজেলা থেকে দিনাজপুর রুটে চলাচল করা থ্রিহুইলার ও ব্যাটারিচালিত যানবাহন অটোরিকশাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বাস মালিক সমিতির পোষ্য বাহিনী বিভিন্ন মোড়ে দাঁড়িয়ে এলপিজি অটোরিকশায় লাঠিসোঁটা দিয়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করে গাড়ি আটক করে গাড়ি মালিক সমিতির কার্যালয়ে নিয়ে চাঁদা আদায় করে, শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালায়, যাত্রী নামিয়ে চরম ভোগান্তিতে ফেলে। চাঁদা দিতে না চাইলে ট্রাফিক ইন্সপেক্টরকে মালিক সমিতির কার্যালয়ে ডেকে এনে জরিমানা করে মামলা দিয়ে হেনস্তা করে।

এই সমস্যাগুলো তুলে ধরে ১৮ জুলাই জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তখন প্রশাসকের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানে ১৫ দিন সময় নেওয়া হয় কিন্তু ওই সময়ে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় ১৮ আগস্ট রাজপথে অবস্থান কর্মসূচি দেওয়া হয়। ওই দিন ১০ মাইল মোড়ে আকস্মিকভাবে সমাবেশের জন্য নির্ধারিত স্থানে আর্মি চেক পোস্ট বসিয়ে দেয়।

নেতৃবৃন্দ অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালার আলোকে থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের নিবন্ধন রুট পারমিট, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রশিক্ষণ প্রদাণের দাবি জানান।

শ্রমিক হত্যা করে অন্তর্বর্তী সরকার প্রমাণ করছে এরা মালিকশ্রেণিরই স্বার্থ রক্ষাকারী

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আহতদের সরকারি উদ্যোগে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা ঢাকা শহরে দেখলাম কেউ কেউ আন্দোলন করলে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে তাদেরকে বরণ করা হয়, আবার শ্রমিকরা আন্দোলন করলে কঠোর অবস্থান নেয়া হয়। মব সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া সরকার শ্রমিকদের উপরে আঘাত করে প্রমাণ করছে তারা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার নয়।

৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের পলিটব্যুরোর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবির সহকারি সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নীলফামারী জেলার উত্তরা ইপিজেডের এভারগ্রিন নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫১ জন শ্রমিককে পূর্ব নোটিশ ছাড়া বেআইনিভাবে ছাঁটাই করা হয়। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়। অসন্তোষ থেকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে মালিক শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা বেতন-ভাতা বুঝিয়ে না দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য এভারগ্রিন কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে।

২ সেপ্টেম্বর সকাল আটটায় কাজে যোগ দিতে গিয়ে এভারগ্রিন কারখানার শ্রমিকেরা কারখানা গেটে ওই নোটিশ দেখতে পান। ভেতরে ঢুকতে না পেরে তাঁরা ইপিজেডের সামনের সড়কে অবস্থান নেন এবং কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানায় ও বিক্ষোভ করে। এই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তার দায় মালিকের অথচ এর প্রতিবাদ করতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শ্রমিককে গুলি করে এক জনকে হত্যা করে ও অনেকে আহত হয়।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কারখানা খুলে দেওয়া ও সর্বত্র কাজের নিশ্চয়তার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ এই হত্যার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। একই সাথে নিহত পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক কারখানায় অরাজকতা চলছে। অনেকের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয় না, নিয়মিত বেতন-ভাতা পায় না। এজন্য বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে। দেশের সর্বত্র নিয়মিতভাবে প্রতিটি কারখানায় বেতন-ভাতা পরিশোধ ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের পরিবহন সংকট নিরসন, মেডিকেল সেন্টার স্থাপন ও ছাত্র সংসদ নির্বাচনসহ ৬ দফা দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ

২৭ আগস্ট সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখার সংগঠক রাজিব সূত্রধরের নেতৃত্বে কলেজের প্রিন্সিপাল বরাবর নিম্নোক্ত দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

দাবিসমূহ :

১। দ্রুত পর্যাপ্ত সংখ্যক কলেজ বাস চালু করে পরিবহন সংকট নিরসন করতে হবে।

২। কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সকল বিভাগের সেমিনার আধুনিকায়ন করে পর্যন্ত বই বরাদ্দ দিতে হবে।

৩। কলেজের হলসমূহের সংস্কার করা, রিডিং রুম স্থাপন করা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং হলের ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না।

৪। কলেজের স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দিতে হবে।

৫। এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ দিয়ে কলেজে মেডিকেল সেন্টার চালু করতে হবে।

৬। মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে।

গ্রাহকদের প্রিপেইড মিটার সংযোগ নিতে বাধ্য করা যাবে না

গ্রাহকদের প্রিপেইড মিটার সংযোগ নিতে বাধ্য করা এবং নেসকো (Northern Electricity Supply Company PLC)-র অনিয়ম দুর্নীতি গ্রাহক হয়রানি লোডশেডিং বন্ধ এবং গ্রাহকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লাগানো প্রিপেইড মিটার খুলে ডিজিটাল মিটার সংযোগ দেয়ার দাবিতে ২০ আগস্ট গাইবান্ধা জেলার গানাসাস মার্কেটের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রিপেইড মিটার আন্দোলনের সমন্বয়ক ইসহাক আলির সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বাসদ আহ্বায়ক গোলাম রব্বানী, সদস্যসচিব সুকুমার চন্দ্র মোদক, মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা শাখার আহবায়ক ইসরাত জাহান, সেচ পাম্প মালিক সমিতির জেলা শাখার নেতা আব্দুল হালিম ও কামরুল হাসান বসুনিয়া।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নেসকোর লোকজন এখন গাইবান্ধা সদরের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গৃহিনীদের ভুলভাল বুঝিয়ে ডিজিটাল মিটার খুলে প্রিপেইড মিটার সংযোগ দিচ্ছে। কোন গ্রাহক এখন বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে চাইলে তাকে প্রিপেইড মিটার নিতে বাধ্য করছে। নেতৃবৃন্দ জনগণকে নেসকোর অনিয়ম দুর্নীতি এবং প্রিপেইড মিটার সংযোগ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

আকন্দ, মাহবুবুল আলম, সাকিল আক্তার চৌধুরী, সহিদুল্লাহ বাদল, ফয়েজ আহমেদ প্রমুখ।

স্মারকলিপির বক্তব্য :

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনসমূহের সমন্বয়ে গঠিত শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যবাহী মোর্চা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ। শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি তুলে ধরা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে স্কপ আশির দশক থেকেই ধারাবাহিকভাবে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে। শ্রম আইন ও বিধিমালা সংশোধন, মজুরি কাঠামো নির্ধারণ, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ এবং শ্রম সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে স্কপ অন্তর্ভুক্ত সংগঠনসমূহ তাদের সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অতীত সরকারের দমনপীড়ন, নির্যাতন ও ফ্যাসিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ছাত্র-শ্রমিক, জনতার জীবনদান ও বুকের রক্তের বিনিময়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার হওয়ার কারণে এই সরকারের কাছে সর্বস্তরের শ্রমজীবীদের প্রত্যাশা অনেক। শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিহত-আহতজনিত ক্ষতিপূরণের হার পুনর্নির্ধারণ, বন্ধ কারখানা চালু করাসহ ৯ দফা দাবিনামা আমরা আপনার বরাবরে পূর্বেই পেশ করেছি। পরবর্তীতে বন্দর ও করিডোর ইস্যুতেও আমরা আমাদের আশঙ্কা এবং অভিমত ব্যক্ত করে আপনার মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। একদিকে শ্রম আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান অথচ অন্যদিকে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারে বাধা প্রদান, বেতন বঞ্চিত শ্রমিকদের বুকে গুলি, বেআইনি ছাঁটাই, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা, গ্রেপ্তার হয়রানি চলছেই।

ইতিমধ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছিল যার রিপোর্ট গত ২১ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পেশ করা হয়েছে। শ্রম কমিশনের সুপারিশের মধ্য থেকে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আপনার কাছে আশু ও দীর্ঘমেয়াদী দাবি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী।

শ্রমিক আন্দোলনে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। আমরা আশা করি আপনি শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ, স্কপের নয় দফা এবং বন্দর ও করিডোর নিয়ে জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত দাবি ও বক্তব্যসমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

আমরা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ এর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ সরকারের কাছে উত্থাপন করতে এই স্মারকলিপি পেশ করছি–

১। আইনি সুরক্ষা দিয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন, গনতান্ত্রিক শ্রম আইনসহ স্কপের ৯ দফা বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। বন্দর ও করিডোর বিদেশিদের দেয়ার পাঁয়তারা বন্ধ করতে হবে।

৩। স্থায়ী পদে অস্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করে আউট সোর্সিং ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মরত শ্রমিকদের চাকুরি স্থায়ী করতে হবে।

৪। বন্ধ সকল কারখানা চালু করতে হবে।

৫। শ্রমিক ছাঁটাই, নির্যাতন বন্ধ, বকেয়া মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ করে বকেয়া মজুরি পরিশোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। কর্মক্ষেত্রে নিহত আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইএলও কনভেনশন ১২১ এর আলোকে নির্ধারণ করতে হবে।

৭। শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমরা আশা করি আপনি আমাদের এই দাবিসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

নিবেদক
শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ।

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

- বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
- অক্টোবর ২০২৫
- ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪
- Website : www.spb.org.bd

বকেয়া মজুরি, চাকরি রক্ষায় শ্রমিক আন্দোলন দমন করতে

অতীতের মতো অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমিক হত্যা করছে

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় আবার শ্রমিক হত্যা হলো। গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হলেও শ্রমজীবী মানুষ বিগত সময়ের মতো বৈষম্যের মধ্যেই আছে। শ্রমিকের নেই কোনে চাকরির নিশ্চয়তা এবং জীবনের নিরাপত্তা, কাজের পরিবেশ। ইতিমধ্যে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কর্মসংস্থান নাই। কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে কথা বললে শুধু হামলা-মামলা নয় গুলিতে মরতে হয়। এ অবস্থায় দেশ চলতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ নীলফামারী জেলার উত্তরা ইপিজেডের শ্রমিকদের উপরে হামলা এবং যৌথ-বাহিনী কর্তৃক গুলি করে শ্রমিক হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এ দায় সরকারকে নিতে হবে। এই হত্যার জবাব সরকারকেই দিতে হবে, এর সাথে যুক্তদের বিচার করতে হবে। এই সরকারের আমলে বিগত দিনেও শ্রমিকের রক্ত ঝরেছে তার দায়ও সরকারকে নিতে হবে। নিহত শ্রমিকের

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

শ্রমিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবি

আইএলও কনভেনশন ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রম আইন সংশোধন করুন

শ্রমজীবিদের কর্মসংস্থান, মনুষ্যচিত মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত কর

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপের উদ্যোগে ৯ সেপ্টেম্বর আইএলও কনভেনশন ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রম আইন সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি; শ্রমজীবিদের কর্মসংস্থান, মনুষ্যচিত মজুরি, স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ৯ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার এর সভাপতিত্বে ও আহসান হাবিব বুলবুল এর সঞ্চালনায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্কপ নেতা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, রাজেকুজ্জামান রতন, চৌধুরী আশিকুল আলম, সাইফুজ্জামান বাদশা, শামীম আরা, নুর মোহাম্মদ

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

দমনপীড়ন বন্ধ কর, ৫০ লাখ শ্রমিকের স্বার্থে ব্যাটারিচালিত যানবাহন নীতিমালা প্রণয়ন কর

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ

- ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রণীত স্থানীয় সরকার আইন (সিটি কর্পোরেশন আইন) সংশোধনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ–২০২৫ অবিলম্বে বাতিল কর
- ব্যাটারিচালিত রিকশা (ই-রিকশা) নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ কর
- সমন্বিত নীতিমালা চূড়ান্ত করে বিআরটিএর অধীনে সারাদেশে ব্যাটারিচালিত/ ইলেকট্রিক যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, রুট পারমিট প্রদান কর

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

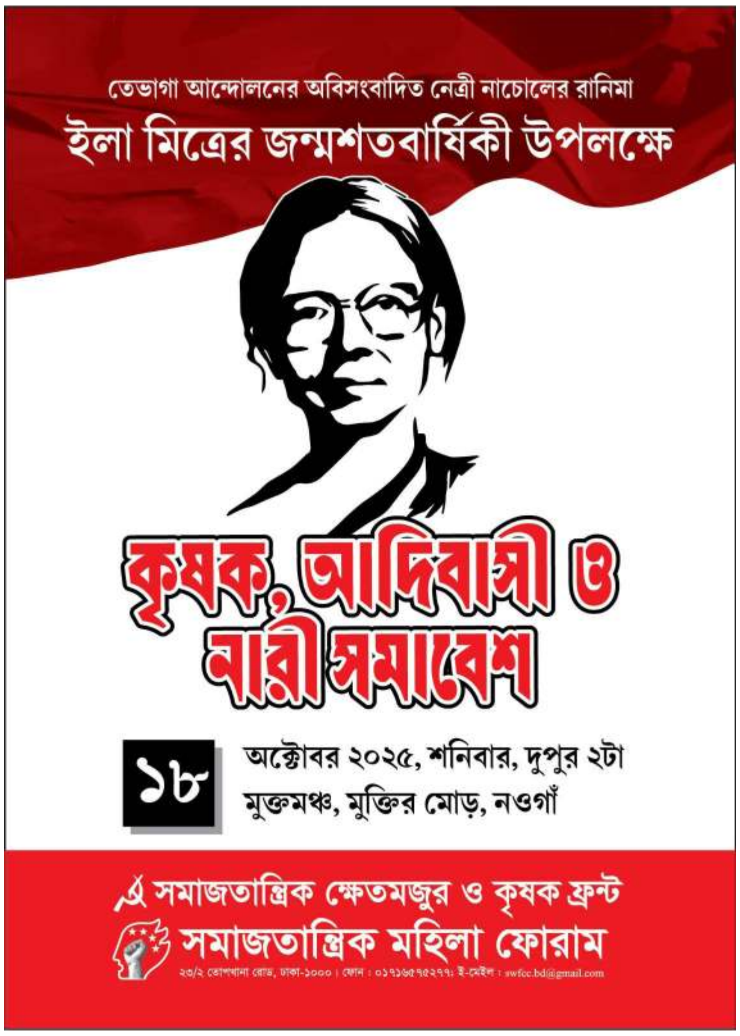

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪, ফ্যাক্স : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com